১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আনন্দলোক



আনন্দলোক পুরস্কার ২০২৫

টলিউডের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত পুরস্কার-সন্ধ্যায় সেরার সেরা সম্মান পেয়ে কী বললেন তারকারা? আফটার পার্টিতে ডান্স ফ্লোরে সকলের নজরই বা কাড়লেন কে? অফ-স্ক্রিন জুটি হিসেবে কারা করলেন বাজিমাত? আনন্দলোক পুরস্কার ২০২৫-এর সম্পূর্ণ ডায়েরি...

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রচ্ছদ: শুভশ্রী, দেব, রাজ চক্রবর্তী, কৌশানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জাহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 02nd
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন **www.anandalok.in**-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ চার সন্তানকে নিয়ে বাড়ির ছাদে সেফ আলি খান

সেফের ঘটনা

সেফ আলি খানের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার পর বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু সেই বিষয়ে গুছিয়ে একত্রে লেখা পড়িনি বললেই চলে। এরকম প্রতিবেদন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তথ্যপূর্ণও। অনেক দিক আলোকপাত করা হয়েছে। আনন্দলোক-কে ধন্যবাদ এই ধরনের খবর পরিবেশনের জন্য।

তরী বিশ্বাস, ব্যারাকপুর



অবাক হলাম

সেফ-করিনাকে নিয়মিত ফলো করি। তাঁদের সব খবরই থাকে নখদর্পণে। কিন্তু কখনও এটা ভেবে দেখিনি যে, তাঁরা তাঁদের অন্দরমহলের একাধিক ছবি প্রকাশ্যে এনেছেন, যা অন্যান্য তারকারা করেন না। নিরাপত্তার খাতিরেই হয়তো। এই কারণেই কি আক্রান্ত হতে হল সেফকে? এবারের কভার ড্রাইভে এই বিষয়টি অবাক করল আমাকে। এটি আগে ভাবিনি।

শ্রেয়া মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপুর

বলিউডি অন্ধবিশ্বাস

তারকা সন্তানদের নিয়ে অনেক লেখা পড়েছি। কিছু তারকারা যে কিছু সময় সন্তানদের অন্তরালে রাখতে চান, এ বিষয়ে আলোকপাত খুব কমই হয়েছে। এই লেখার মাধ্যমে যথাযথভাবে মেলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন দিক।

স্নেহা পাল, বারাসত

ফ্রেমবন্দি তারকারা

মুম্বইয়ে কোল্ডপ্লে কনসার্ট এক কথায় তারকাখচিত সন্ধ্যে। তারকাদের উপস্থিতিতে সেই মুহূর্তগুলো ফ্রেমবন্দি করে একসঙ্গে তুলে ধরার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। তারকারা কে কী করেছেন কনসার্টে, সেই বিষয়ে পড়তে বেশ ভাল লাগল।

অতনু সামন্ত, কলকাতা

ছবিঘরে মন ভরে

আমার সবচেয়ে পছন্দের বিভাগ ছবিঘর। ছবি সত্যিই কথা বলে। এই উজ্জ্বল ছবিঘর দেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও তারকাদের রোজনামচা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারি। ধন্যবাদ আনন্দলোক-কে, প্রতিটি সংখ্যায় এরকম একগুচ্ছ ভাল ছবি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য।

বৃষ্টি সেন, হুগলি

■ একটি গাড়ি লঞ্চ অনুষ্ঠানে উপস্থিত কার্তিক আরিয়ান





■ মুম্বইতে কোল্ডপ্লে-র কনসার্ট



■ স্ত্রী, মেয়ে এবং পোষ্যর সঙ্গে বরুণ

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in

কেন একা

মাঝে একটি সময় গ্রিসের রাজকুমারি তাতিয়ানা এথেন্সের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত নিজের রাজ অট্টালিকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ভিন্ন জায়গায়। খুব কম সময়ের মধ্যে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে। অসুস্থ হয়েছেন নাকি রাজকুমারি? পরিবার থেকেও কিছু বলা হয়নি। কিন্তু এখন কারণ প্রকাশ্যে এল। তাতিয়ানার বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল তাঁর স্বামী প্রিন্স নিকোলাসের সঙ্গে। এক দশকের বেশি সময়ের এই বিবাহ যে এইভাবে শেষ হবে, তা ভাবতে পারেননি রাজকুমারি। তাই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এখন প্রকাশ্যে আনলেন ব্যাপারটা কারণ নিকোলাস বিয়ে করছেন আবার। এই দুর্দিনে রাজকুমারি ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর মাকে। খুব কাছের মানুষই যে তাঁর পাশে ছিলেন, জানিয়েছেন সেকথাও।



■ ডায়ানার সঙ্গে দুই ছেলে



■ প্রিন্সেস তাতিয়ানা

কেমন ছিল সেই দিন

১৯৯৭ সালে প্রিন্স উইলিয়ামের মা প্রিন্সেস ডায়ানা যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। কীভাবে কাটিয়েছিলেন উইলিয়াম সেই দিনগুলো? এতদিনে মুখ খুললেন তিনি। ভালবাসার পরিবেশে শিশুদের বেড়ে ওঠা বিষয়ক একটি বক্তৃতায় যোগ দিতে গিয়ে উইলিয়াম বলেছেন, ‘কখনও কখনও দুঃখের সবচেয়ে কঠিন বিষয়টি হল, আপনার আসলে কেমন লাগছে তার জন্য শব্দ খুঁজে বের করা। আমার ঠিক এই অবস্থাই হয়েছিল যখন মা চলে গেলেন। চারিদিকে এত শোরগোল, এত কথাবার্তা... কিন্তু সব কিছুর মধ্যেও খুব একা লাগত। মন শুধু ওই একটা জিনিসের উপরই ফোকাস করত। মায়ের মৃত্যু। চাইলেও এই চিন্তা এড়াতে পারতাম না। স্কুল এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করাটাও খুব কঠিন হয়ে গিয়েছিল।’

হঠাৎ সন্তান

বেলজিয়ামের রাজকুমারি মারিয়া লরা বিয়ে করেছিলেন এক ব্রিটিশ বিনিয়োগ ব্যাঙ্কার উইলিয়াম ইসভিকে। ২০২২ সালে। সেই বিয়ে নিয়ে বেশ ধুমধাম হয়েছিল। তার পরে রাজ দম্পতির বহু ছবি দেখা গেলেও ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায়নি তাঁরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করছেন। বেবি বাম্প নিয়ে রাজকুমারি প্রকাশ্যেও আসেননি। একেবারে হঠাৎ করে মা হওয়ার খবর সামনে এনেছেন। রাজপ্রাসাদ ঘোষণা করেছে যে, ‘বেলজিয়ামের রাজা ফিলিপের ভাগ্নী এবং তাঁর স্বামী উইলিয়াম ইসভি তাঁদের প্রথম সন্তান, অ্যালবার্ট নামে একটি শিশুপুত্রকে নীরবে স্বাগত জানিয়েছেন।’ এই খবরে খুশির চেয়ে কৌতূহল অবশ্য অনেক বেশি।



■ স্বামীর সঙ্গে প্রিন্সেস লরা



■ দর্শকের পছন্দে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার যৌথভাবে পেলেন শুভশ্রী ও কৌশানী। তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন অনসূয়া মজুমদার ও সৃজিত মুখোপাধ্যায়

আনন্দলোক পুরস্কারের গল্প

কী হল জয় প্রেজ়েন্টস আনন্দলোক পুরস্কার ২০২৫-এর মঞ্চে? পুরস্কার তো পেলেন বিজয়ীরা। কিন্তু কী কী মুহূর্ত তৈরি হল? শত্রুতা ভুলে কাছে এলেন সেলেবরা। পুরস্কার মঞ্চেই হল এক্সক্লুসিভ ঘোষণা! লিখছেন সায়ক বসু

রাজারহাটের ওয়েস্টইন হোটেলের বলরুমটি তখন অন্ধকার। সামনের এলইডি-তে ফুটে উঠছে ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে আনন্দলোকের পাক্ষিক সংখ্যার এক একটি নস্ট্যালজিয়ায় সিক্ত প্রচ্ছদ। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মীর, সোহিনী এবং প্রিয়াঙ্কা সরকার বলে উঠছেন 'আনন্দলোক মানে ঐতিহ্য'। 'আনন্দলোক মানে বিনোদন'। 'আনন্দলোক মানে আধুনিকতা'।



কিশোরকুমারের অদ্ভুতভাবে গায়ক হয়ে ওঠার আখ্যানও। আর সেসব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলেন দর্শকাসনে বসে থাকা নবীন প্রবীন তারকারা।
আসলে আনন্দলোক পুরস্কারের মঞ্চ এদিন তারকাদের রিইউনিয়নের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। এবং আনন্দলোককে ঘিরে জড়িয়ে থাকা তাঁদের আনন্দের মুহূর্তগুলো ভাগ করে নিচ্ছিলেন সকলের সঙ্গে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে শুরু হয়েছিল রেড কার্পেট। এবং ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে উপস্থিত হচ্ছিলেন তারকারা। কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট সম্পর্কে যাঁরা অবহিত, তাঁরা জানেন, দক্ষিণ কলকাতা (যেখানে বেশিরভাগ তারকা শুটিংয়ের কাজ করে থাকেন) থেকে রাজারহাট যেতে একটি সাধারণ দিনের বিকেলে ঠিক কতটা সময় লাগতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, রেড কার্পেট শুরু হতে এক ফোঁটাও দেরি করতে হয়নি কারণ সকলে একদম ঠিক সময়ে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন! এই একটি অনুষ্ঠানের জন্য

উত্তমকুমারের পতিতাপল্লীতে যাওয়ার গল্প যেমন ছিল, ছিল কিশোরকুমারের অদ্ভুতভাবে গায়ক হয়ে ওঠার আখ্যানও! পুরস্কারের মঞ্চে...

■ বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে জীবনকৃতী সম্মান তুলে দিচ্ছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়



সত্যিই তাই, ঐতিহ্য, বিনোদন এবং আধুনিকতার বিরল মেলবন্ধন ঘটল গত ২৫ জানুয়ারি জয় প্রেজেন্টস আনন্দলোক পুরস্কার ২০২৫-এর মঞ্চে। যেখানে তারকাদের পুরস্কারে সম্মানিত করার পাশাপাশি পালন করা হল আনন্দলোকের ৫০ বছরের জন্মদিনও। আনন্দলোক পুরস্কারের মঞ্চে এদিন ম্যাগাজিনের বর্ণময় অর্ধশতাব্দীর যাত্রাপথের আনন্দগানই ছিল গোটাটা জুড়ে। তাই তো, মীরসহ তিন সঞ্চালক বারবার প্রতিটি বিভাগের পুরস্কার দেওয়ার আগেই তুলে আনছিলেন আনন্দলোকে প্রকাশিক তারকাদের মজার গল্প! তাতে উত্তমকুমারের পতিতাপল্লীতে যাওয়ার গল্প যেমন ছিল, ছিল

নিজের মুম্বই যাওয়া বাতিল করে দিয়েছিলেন টোটা রায়চৌধুরী। আর মুম্বই থেকে সকালের ফ্লাইটে কলকাতা পৌঁছে গিয়েছিলেন গায়িকা অন্তরা মিত্র। পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শুভশ্রী, রাজ চক্রবর্তী, অনির্বাণ চক্রবর্তী... সকলে নিজেদের প্রফেশনাল কমিটমেন্ট পিছিয়ে দিয়েছিলেন শুধু আনন্দলোকের এই উৎসবে সামিল হবেন বলে। অনুপম রায় গানের রেকর্ডিং ছেড়ে চলে এলেন। অঞ্জন দত্ত বাতিল করলেন নিজের একটি পূর্বনির্ধারিত বক্তৃতা অনুষ্ঠান। ফলে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই উৎসব ক্ষেত্রে চলে এলেন সকলে। জড়িয়ে ধরলেন একে অপরকে। অবশ্য এই অনুষ্ঠান যে সেলেবদের আবেগময়তার চূড়ান্ত



■ জয়ের পরে টোটা রায়চৌধুরী



■ বিচারকের পছন্দে সেরা পরিচালক ও অভিনেত্রীর পুরস্কার পাওয়ার পর সৃজিত-মনামী



■ মনামী ঘোষ



■ বিক্রম ও কৌশানী পুরস্কার দিচ্ছেন রাজ চক্রবর্তীকে



■ অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার পারফরম্যান্স



■ সৌমিতৃষার সঙ্গে রাজা চন্দ

অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা এবং কৌশানী প্রত্যেকে একে অপরের নাচের মহড়া দেখেছেন। কেমন লাগছে, সেই মতামতও জানিয়েছেন। শোয়ের সঞ্চালক সোহিনী ও প্রিয়াঙ্কাকেও খোশ মেজাজে গল্প করতে দেখা গিয়েছে।

রূপ দেখবে, তা সকাল থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। কারণ এই অনুষ্ঠানে নেচেছেন অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা এবং কৌশানী। তাঁরা প্রত্যেকে একে অপরের নাচের মহড়া দেখেছেন। কেমন লাগছে, সেই মতামতও জানিয়েছেন। এমনকি, শোয়ের সঞ্চালক সোহিনী ও প্রিয়াঙ্কাকেও তাঁদের সঙ্গে খোশ মেজাজে গল্প করতে দেখা গিয়েছে। সেই সুর ধরা পড়ল সন্ধেতেও।

এবার পুরস্কারের মঞ্চে যেমন ছিল দর্শকের পছন্দে সেরাদের বেছে নেওয়ার পালা, ঠিক তেমনই ছিল বিচরকদের পছন্দে সেরার শিরোপা



■ কুমার শানুর গানের পারফরম্যান্স



■ সুস্মিতা দে ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে পুরস্কার দিচ্ছেন শঙ্কর চক্রবর্তী ও অপরাজিতা আঢ্য



দেওয়ারও। তাই অনুষ্ঠান শুরু হতেই সম্বর্ধনা জানানো হয় পুরস্কারের চার বিচারক— অভিনেত্রী শতাব্দী রায়, অভিনেতা অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত শিল্পী দেবজিত্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অনিবার্য কারণবশত সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়। যাই হোক, তাঁদের সম্মানের পর শুরু হল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রথমেই পালা সঙ্গীতের। দর্শকদের ভোটের বিচারে সেরা গায়কের

আনন্দলোক পুরস্কার ২০২৫

কারা হলেন সেরার সেরা?

সঙ্গীত (শ্রোতার পছন্দে)

সেরা গায়ক
রথীজিত ভট্টাচার্য, কিশোরী (খাদান)

সেরা গায়িকা
অন্তরা মিত্র, কিশোরী (খাদান) এবং শ্রেষ্ঠা দাস, ডাকাতিয়া বাঁশি (বহুরূপী)

সেরা সঙ্গীত পরিচালক
বনি চক্রবর্তী, ডাকাতিয়া বাঁশি এবং শিমূল পলাশ (বহুরূপী)

ওটিটি (দর্শকের পছন্দে)

সেরা অভিনেতা
টোটা রায়চৌধুরী (যাহা বলিব সত্য বলিব, হইচই)

সেরা অভিনেত্রী
সৌমিতৃষা কুণ্ডু (কালরাত্রি, হইচই)

সেরা পরিচালক
অয়ন চক্রবর্তী (কালরাত্রি, হইচই)

সেরা সিরিজ়
কালরাত্রি (হইচই)

টেলিভিশন (দর্শকের পছন্দে)

সেরা অভিনেতা
সাহেব ভট্টাচার্য (কথা, স্টার জলসা)

সেরা অভিনেত্রী
সুস্মিতা দে (কথা, স্টার জলসা) এবং অঙ্কিতা মল্লিক (জগদ্ধাত্রী, জ়ি বাংলা)

সেরা ধারাবাহিক
জগদ্ধাত্রী (জ়ি বাংলা)

খল চরিত্রে সেরা
অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (কথা, স্টার জলসা)

সিনেমা (বিচারকের পছন্দে)

সেরা অভিনেতা
চন্দন সেন (মানিকবাবর মেঘ)

সেরা অভিনেত্রী
মনামী ঘোষ (পদাতিক)

সেরা পরিচালক
সৃজিত মুখোপাধ্যায় (পদাতিক)

সেরা সিনেমা
চালচিত্র এখন এবং বেলাইন

সিনেমা (দর্শকের পছন্দে)

সেরা অভিনেতা
দেব (খাদান)

সেরা অভিনেত্রী
শুভশ্রী (বাবলি)
এবং কৌশানী মুখোপাধ্যায় (বহুরূপী)

সেরা পরিচালক
রাজ চক্রবর্তী (সন্তান)

সেরা সিনেমা
খাদান

সেরা সহ-অভিনেতা
শুভশ্রী (সন্তান)

খল চরিত্রে সেরা
ঋত্বিক চক্রবর্তী (সন্তান)

সেরা নবাগত
ইধিকা পাল (খাদান)

সঙ্গীতে অনবদ্য অবদান
কুমার শানু

সিনেমায় অনবদ্য অবদান
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

সেরা শিল্পনির্দেশক
অমিত রায় ও
সুব্রত চক্রবর্তী

জীবনকৃতী সম্মান
বিশ্বজিৎ
চট্টোপাধ্যায়

পুরস্কার জিতে নিলেন রথীজিৎ ভট্টাচার্য, ‘খাদান’-এর ‘কিশোরী’ গানটির জন্য। সেরা সঙ্গীত পরিচালক হলেন বনি চক্রবর্তী, ‘বহুরূপী’তে সুর দিয়ে। আর সেরা গায়িকার সম্মান যুগ্মভাবে পেলেন অন্তরা মিত্র (কিশোরী) এবং শ্রেষ্ঠা দাস (ডাকাতিয়া বাঁশি)-র জন্য। এই পুরস্কার দিতে মঞ্চে ওঠেন অন্যতম বিচারক দেবজ্যোতি

পুরস্কারের মঞ্চ থেকেই সৃজিত মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন এক্সক্লুসিভ! জানিয়ে দিলেন, তাঁর ‘বিনোদিনী’ হতে চলেছেন শুভশ্রী!

দুই অ্যাঙ্কর প্রিয়াঙ্কা ও সোহিনী



বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাক্তার কিঞ্জল নন্দ। আনন্দলোক ঠিক করেছিল, পুরস্কার প্রাপকদের নিয়ে একটি স্পেশ্যাল ফোটোশুট করার। সেই সূত্রে পুরস্কার জয়ের পরেই তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সকলে গেলেন। কিন্তু দর্শকাসনে একটু থেকে গেলেন অন্তরা মিত্র। কারণ মঞ্চে তখন গান গাইতে উঠেছেন কুনাল গাঞ্জাওয়ালা। কুনালের গান শোনার অভিজ্ঞতা ছাড়তে চাননি অন্তরা। তবে শুধু তিনি কেন, উপস্থিত সব দর্শকই তো গেয়ে উঠেছে গায়কের গানের তালে, গলা মিলিয়ে বলেছেন, 'সেদিন... দেখা হয়েছিল...'। আসলে সেদিন মঞ্চে যত না মুহূর্ত তৈরি হয়েছে, মঞ্চের নীচে তৈরি হয়েছে তার চেয়ে বেশি। সোহিনী যতক্ষণ স্টেজে সঞ্চালনা করছিলেন, দর্শকাসন থেকে মুগ্ধ চোখে দেখেছেন শোভন। মীরকে সেসব নিয়ে মজাও করতে দেখা গেল। অনুষ্ঠানের অপর সম্মানীয় শিল্পী কুমার শানু যখন নিজের পারফরম্যান্স

সেরা অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরী পুরস্কার পেলেন রাজা চন্দের হাত থেকে। কিছুদিন আগে রাজার সঙ্গে টোটার বচসার খবরে হইচই পড়ে গিয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিতে।

শেষ করলেন, তখন মীর তাঁকে জোর করেন, তিনি যেন সোহিনীর জন্য একটি গান ডেডিকেট করেন। শানুও ধরেন 'তুঝে দেখা তো ইয়ে জানা সনম!' সোহিনী মাথা রাখেন শানুর বুকে। আর শোভনের চোখে তখন কপট রাগ। অন্যদিকে মনামী ঘোষ তো তাঁর পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের (পদাতিক) পাশে বসবেন বলে শুরু থেকেই আবদার শুরু করেন। রাজ-শুভশ্রীর পাশে বসে খোশগল্প করতে দেখা যায় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে।
সঙ্গীতে পুরস্কারের পরেই পালা ওটিটি মাধ্যমের। সেখানে দর্শকদের বিচারে সেরা অভিনেতা হলেন টোটা রায়চৌধুরী, 'যাহা বলিব সত্য বলিব'র জন্য। সেই পুরস্কার তিনি আবার পেলেন রাজা চন্দের হাত থেকে। কিছুদিন আগে রাজার সঙ্গে টোটার বচসার খবরে হইচই পড়ে গিয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিতে। কিন্তু এদিন তার লেশমাত্র দেখা গেল না। আনন্দলোকই মিলিয়ে দিল তাঁদের। আর



রথীজিতের হাতে সেরা গায়কের পুরস্কার দিচ্ছেন দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিঞ্জল নন্দ



তিন সঞ্চালক: মীর, সোহিনী ও প্রিয়াঙ্কা



ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর হাতে সিনেমায় অনবদ্য অবদানের পুরস্কার তুলে দিলেন রজতাভ দত্ত ও অভিজিৎ সেন

পছন্দের সেরা অভিনেতা, সেরা চলচ্চিত্র, সেরা অভিনেত্রী এবং সেরা পরিচালক বেছে রেখেছিলেন। সেই সূত্রে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও অনির্বাণ চক্রবর্তী প্রথমে সেরা অভিনেতার পুরস্কার তুলে দিলেন চন্দন সেনের হাতে। 'মানিকবাবুর মেঘ'-এ অনবদ্য অভিনয়ের জন্য। অন্যদিকে সৃজিত মুখোপাধ্যায়

সোহিনীর জন্য গান গাইলেন কুমার শানু। আলিঙ্গনও করলেন। দর্শকাসন থেকে সব দেখলেন তাঁর স্বামী শোভন গঙ্গোপাধ্যায়


অনুপম রায়ের হাত থেকে পুরস্কার নিলেন শানু

সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেত্রী এবং সেরা সিরিজে বাজিমাত করল 'হইচই'-এর সিরিজ 'কালরাত্রি'। পরিচালক অয়ন চক্রবর্তী এবং অভিনেত্রী সৌমিতৃষা কুণ্ডুর হাতেই উঠল তিনটি ট্রোফি। এর পরেই এল বিচারকদের পছন্দে সেরা নির্বাচনের পালা। শতাব্দী-অয়ন-দেবজিত্ ও অলকানন্দার আগেই নিজেদের


নাচের তালে কৌশানী

‘পদাতিক’-এর জন্য সেরা পরিচালক পাওয়ার পর বললেন, তাঁর এত বছরের শাপমোচন হল। কারণ ‘বাইশে শ্রাবণ’ এবং ‘হেমলক সোসাইটি’র জন্য আনন্দলোক পুরস্কার পাননি তিনি (তখন অবশ্য দর্শকদের ভোটে সেরা বাছা হয়েছিল)। তবে সত্যিই আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি হল, যখন সৃজিত পুরস্কার নিয়ে নেমে এসে অঞ্জন দত্তকে জড়িয়ে ধরলেন। কারণ তাঁকে অ্যাসিস্ট করেই তো সৃজিতের পরিচালক হিসেবে পথচলা শুরু! মনামী ঘোষ জিতলেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার ‘পদাতিক’-এর জন্য। আর সেরা সিনেমা যুগ্মভাবে পেল ‘চালচিত্র এখন’ এবং ‘বেলাইন’। অঞ্জন দত্ত তো মঞ্চে উঠেই ধন্যবাদ জানালেন আনন্দলোক এবং মৃণাল সেনকে। অন্যদিকে ‘বেলাইন’-এর পরিচালক শমীক রায়চৌধুরী জানালেন আনন্দলোকের সঙ্গে তাঁর পুরনো একটি অভিজ্ঞতার কথা। ২০১২ সালে আনন্দলোক পুরস্কারের জন্য অডিও ভিসুয়াল ক্লিপ এডিট করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে মঞ্চে উঠে সেরা



■ চন্দন সেনকে সম্মানিত করছেন শুভশ্রী ও অনির্বাণ চক্রবর্তী



■ পুরস্কার পেয়ে ভিডিয়োবার্তা পাঠালেন দেব

পরিচালকের পুরস্কার নেওয়া তাঁর কাছে সত্যিই অন্যরকম অভিজ্ঞতা।

একটি বিশেষ লোগো লঞ্চ হল এই দিন। আনন্দলোকের ৫০ বছরের কথা মনে রেখে সেই লোগো পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে প্রকাশ করলেন কুমার শানু এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। আসলে আনন্দলোক-এর ৫০ বছরের বর্ণময় যাত্রাপথের মতোই স্মরণীয় হয়ে থেকে গেল পুরস্কারের মঞ্চ। সত্যিই তো, কে ভেবেছিল, দর্শকের পছন্দে ‘সন্তান’-এর জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়েই তার বহু-বিতর্কিত ‘সন্তান সন্তান সন্তান’ র‍্যাপটি করবেন রাজ চক্রবর্তী? কে-ই



■ সন্দীপ্তা সেন পুরস্কার দিলেন সাহেব ভট্টাচার্যকে। সঙ্গে ডনিয়ার গ্রুপের ভিপি (গ্রাউন্ড ব্র্যান্ড মার্কেটিং) আকাশ মিশ্র ও গ্র্যাডো জিবিটিএল বিজ়নেস হেড মণীশ শুক্লা

বা ভেবেছিল, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় যখন কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার নিতে একসঙ্গে হাত ধরে মঞ্চে উঠবেন এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে আনন্দলোকের প্রতি নিজেদের ভালবাসার কথা ব্যক্ত করবেন, ঠিক সেখানেই সৃজিত মুখোপাধ্যায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করবেন 'এক্সক্লুসিভ'— 'এবারের সেরা দুই অভিনেত্রীই হলেন আমার পরবর্তী দুটি ছবির নায়িকা! কৌশানীর সঙ্গে করতে চলেছি 'কিলবিল সোসাইটি' এবং শুভশ্রীই হল আমার 'বিনোদিনী''! ছবির নাম 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'। বলিউডের এই সময়ের জনপ্রিয়তম শিল্পনির্দেশক জুটি সুব্রত চক্রবর্তী ও অমিত রায় তো এই বঙ্গেরই ছেলে। এখন 'রাজ্জি', 'পদ্মাবত', 'হীরামাণ্ডি'র মতো ছবি-সিরিজ়ের হাত ধরে তাঁদের নাম দেশ ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁরা যখন

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত সিনেমায় অনবদ্য অবদানের জন্য পুরস্কার পেয়ে মন খারাপ করলেন। কারণ কিছুদিন আগেই তাঁর মা চলে গিয়েছেন। আনন্দলোক-এ প্রথমবার প্রচ্ছদ পাওয়ার…



■ ঋত্বিক চক্রবর্তী সেরা খল চরিত্রের সম্মান পেলেন অঞ্জন দত্ত ও অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে



■ নবাগত হিসেবে ইধিকার হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন রাজ চক্রবর্তী ও বনি সেনগুপ্ত



■ কুনাল গাঞ্জাওয়ালার পারফরম্যান্স

সেরা শিল্প নির্দেশকের পুরস্কার পেলেন, স্টেজে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেশ-বিদেশে অনেক পুরস্কার পাওয়া এবং আনন্দলোকের সম্মান পাওয়া, দুটোর তৃপ্তি আলাদা। নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই সম্মান আমাদের হৃদয়কে পুর্ণ করেছে।' ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত সিনেমায় অনবদ্য অবদানের জন্য পুরস্কার পেয়ে মন খারাপ করলেন। কারণ কিছুদিন আগেই তাঁর মা চলে গিয়েছেন। আনন্দলোক-এ প্রথমবার প্রচ্ছদ পাওয়ার পরে ঋতুপর্ণার মা যেরকম খুশি হয়েছিলেন,

সেটিই মনে করলেন ছলছলে চোখে। বললেন, 'মা পাশে থাকেল, আজ একই রকম খুশি হতেন।'
পুরস্কারের মঞ্চও পারফরম্যান্সের দিক থেকেও ছিল অতুলনীয়! কুমার শানু সোহিনীর জন্য গান গেয়েছেন, একথা তো আগেই বলেছি। এবার গান গাওয়ার সময় কী হল বলি। দর্শকাসনে বোধ হয় এমন একজনও উপস্থিত ছিলেন না, যিনি শানুর নব্বইয়ে নস্ট্যালজিক গান গাইলেন না। রাজ-শুভশ্রীকে তো হাতে-হাত রেখে গানের তালে মাথা দোলাতেও দেখা গেল। পারফরম্যান্স শেষে শানুকে সঙ্গীত জগতে অনবদ্য অবদানের জন্য পুরস্কার দিতে উঠলেন অনুপম রায়। তবে কৌশানী ও অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার নাচ বোধ হয় অনুষ্ঠানের অন্যতম বড় পারফরম্যান্স হিসেবে থেকে গেল। 'ডাকাতিয়া বাঁশি' থেকে 'শিমুল পলাশ'-এর মতো হিট গানে নাচলেন কৌশানী। সেই‌ অ্যাক্টের সময় অডিটোরিয়ামের ভিতরে বিশালাকার পুতুল, আলো... অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করল। অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা একসঙ্গে স্টেজে তৈরি করলেন ম্যাজিক। অঙ্কুশ পায়ে চোট নিয়ে ঐন্দ্রিলার সঙ্গে নাচলেন বিভিন্ন হিট গানে। তবে মুহূর্ত

দুবাইতে ছবির প্রিমিয়ার থাকার কারণে দেব উপস্থিত থাকতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু ভিডিয়োবার্তা পাঠালেন, যা সকলের সামনে প্রচারিত হল।

তখনও বাকি ছিল। কারণ জীবনকৃতী সম্মান পেলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অশীতিপর এই অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার পর দীর্ঘ বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জানান। এবং শেষে মীর তাঁকে নিয়ে যান দর্শকাসনে বসা তাঁর স্ত্রী ইরা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। বিশ্বজিতের হাত থেকেই পুরস্কারটি নেন ইরা। কারণ সহধর্মিণী হিসেবে এই পুরস্কারের অধিকার তাঁর কম কিছু নয়। দর্শকদের বিচারে সেরা নবাগতর পুরস্কার পেলেন ইধিকা পাল, 'খাদান'-এর জন্য। এবং যাঁর হাত ধরে এই বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি সবচেয়ে বেশি তারকা পেয়েছে, সেই রাজ চক্রবর্তী এবং তাঁরই হাত ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে আসা অভিনেতা বনি সেনগুপ্তর



যুগ্মভাবে সেরা গায়িকার পুরস্কার পেলেন শ্রেষ্ঠা দাস ও অন্তরা মিত্র। পাশে দেবজিত্ ও কিঞ্জল



বিচারকের পছন্দে 'চালচিত্র এখন' ছবিটির সঙ্গে যুগ্ম ভাবে সেরা চলচ্চিত্রর ট্রোফি পেল 'বেলাইন'



রাজা চন্দ ও স্বাগতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওটিটি-র সেরা পরিচালক অয়ন চক্রবর্তী



■ সেরা সঙ্গীত পরিচালক বনি চক্রবর্তী



■ অমিত রায় ও সুব্রত চক্রবর্তী পেলেন সেরা শিল্প নির্দেশকের সম্মান



■ বিচারকের পছন্দে সেরা ছবি 'চালচিত্র এখন' (যুগ্ম)। মঞ্চে অঞ্জন দত্ত ও নীল দত্ত



■ অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার পারফরম্যান্স

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের সকলকে উপহার হিসেবে দেওয়া হল আনন্দলোক-এর একটি স্মারক গ্রন্থ। ৫০ বছরের বিভিন্ন স্মরণীয় প্রচ্ছদের সংকলন সেই গ্রন্থ

হাত থেকে পুরস্কার পেলেন তিনি। দর্শকের বিচারে সংখ্যার নিরিখে সেরা সিনেমা, সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেল 'খাদান'। দুবাইতে ছবির প্রিমিয়ার থাকার কারণে দেব উপস্থিত থাকতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু ভিডিয়োবার্তা পাঠালেন, যা উপস্থিত সকলের সামনে প্রচারিত হল। কৃতজ্ঞতায় ন্যুব্জ হয়ে তিনি ধন্যবাদ জানালেন আনন্দলোক এবং তাঁর দর্শকদের।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের সকলকে উপহার হিসেবে দেওয়া হল আনন্দলোক-এর একটি স্মারক গ্রন্থ। ৫০ বছরের বিভিন্ন স্মরণীয় প্রচ্ছদের সংকলন হল সেই গ্রন্থ। আর তারপর তো শুরু হল আফটার পার্টি। আনন্দলোকের ৫০ বছরের সেলিব্রেশন পুরস্কার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হল না। সবে তো শুরু হল...





বিজয়ীদের কথা

জয় প্রেজ়েন্টস আনন্দলোক পুরস্কার ২০২৫-এর বিজয়ীদের সকলের ক্ষেত্রেই একটি ফ্যাক্টর কমন ছিল। যেহেতু এটা **আনন্দলোক**-এর ৫০-তম বর্ষ, তাই সকলের কাছেই এই অ্যাওয়ার্ডটি খুব স্পেশ্যাল। বিজয়ী তারকাদের সেই মনের কথা পাঠকদের জন্য রইল আনন্দলোক-এ। সঙ্গে তাঁদের এক্সক্লুসিভ ফোটোশুট। ক্যামেরায় শুভদীপ ধর

পুরস্কার পাওয়া সকলের কাছেই খুব খুশির ব্যাপার। তার উপর এটা আনন্দলোক-এর ৫০ বছর, তাই প্রত্যেকের কাছেই এর তাৎপর্য অন্যরকমের ছিল। আনন্দলোক মানে অধিকাংশের কাছেই একাধারে নস্ট্যালজিয়া, অন্যদিকে আগামীর স্বপ্ন। তাই এই মঞ্চে পুরস্কার পাওয়ার গুরুত্ব সকলের কাছেই অপরিসীম। বিজয়ীদের মধ্যে জীবনকৃতী সম্মান প্রাপক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ইমোশনাল হয়ে পড়েন স্টেজে। অনবদ্য অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয় কুমার শানু এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। ঋতুপর্ণা তাঁর পুরস্কারটি উৎসর্গ করেন নিজের প্রয়াত মা-কে। অনুষ্ঠানের দিন দুবাইতে নিজের ছবির প্রিমিয়ার পড়ে যাওয়ায় সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেননি দেব। তবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়ে তিনি ভিডিয়ো বাইটে নিজের আনন্দ এবং মনের কথা শেয়ার করেন। এরকম অনেকেই আছেন যাঁরা কেরিয়ারের প্রথম পুরস্কার পেলেন। সবমিলিয়ে জমজমাট ছিল এই আসর। পুরস্কার হাতে নিয়ে কী বললেন তারকারা?



সিনেমা: দর্শকের পছন্দে

সেরা অভিনেতা **দেব (খাদান)**

দুবাইতে ‘খাদান’-এর প্রিমিয়ার থাকায় আমি সশরীরে এবারের আনন্দলোক পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলাম না। কিন্তু ‘খাদান’-এর জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়ে আমি আপ্লুত। আনন্দলোক-এর সঙ্গে আমার বরাবরই একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং অনেক বছর পর আবার এই পুরস্কারটা পেয়ে দারুণ আনন্দ হচ্ছে। আনন্দলোক-এর গোটা টিমকে অনেক শুভেচ্ছা।





সিনেমা: দর্শকের পছন্দে

সেরা অভিনেত্রী **শুভশ্রী (বাবলি)**
সেরা সহ-অভিনেতা **শুভশ্রী (সন্তান)**

এবার আমার ইন্ডাস্ট্রিতে ১৮ বছর কমপ্লিট হল। তাই এই বছরটা খুব স্পেশ্যাল। ২০০৭-এ আমি সেরা নবাগত-র জন্য আনন্দলোক পুরস্কার পেয়েছিলাম। আর আজ একটা নয়, দু'-দু'টো আনন্দলোক পুরস্কার পেলাম! সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কারটা তাও এক্সপেক্টেড ছিল, কিন্তু সেরা সহ-অভিনেতার ট্রোফিটা একেবারে প্রত্যাশিত ছিল না। আমি আমার দর্শক এবং আনন্দলোক-এর গোটা টিমকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।



সিনেমা: দর্শকের পছন্দে

সেরা অভিনেত্রী **কৌশানী মুখোপাধ্যায় (বহুরূপী)**

আমি আজ কৌশানী হয়ে নয়, ‘ঝিমলি’ হয়ে আনন্দলোক-এর গোটা টিমকে ধন্যবাদ দিতে চাই। অনেক লম্বা অপেক্ষার পর এই অ্যাওয়ার্ডটা আমি পেয়েছি। আমার বাড়িতে একটা বিশেষ স্থান আছে, যেখানে আমার সমস্ত ট্রোফি রাখা আছে। সেখানে মূল জায়গাটায় এই পুরস্কারটা রাখব। আমি ধন্যবাদ দেব শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়কে, যাঁরা না থাকলে আমি এই কাজটা করতে পারতাম না।



সিনেমা: দর্শকের পছন্দে

সেরা পরিচালক রাজ চক্রবর্তী (সন্তান)

‘সন্তান’ আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ছবি। এবারের আনন্দলোক পুরস্কার-এর মঞ্চে এই ছবি তিনটে পুরস্কার পেল। সেরা পরিচালক, সেরা সহ-অভিনেতা এবং সেরা খল চরিত্র। খল চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তীর পুরস্কার পাওয়াটা খুব তৃপ্তিদায়ক, কারণ এটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। ওকে দর্শক কীভাবে গ্রহণ করবে, দেখতে চেয়েছিলাম।



সিনেমা: দর্শকের পছন্দে

সেরা খল চরিত্র **ঋত্বিক চক্রবর্তী (সন্তান)**

খুবই ভাল লাগছে। এটা আমার কেরিয়ারের দ্বিতীয় আনন্দলোক পুরস্কার। তার উপর এটা আনন্দলোক-এর ৫০-তম বর্ষ, তাই এই পুরস্কারটা আরও বেশি স্পেশ্যাল। আরও ভাল লাগছে যে দর্শকদের ভোটে আমি এই পুরস্কার জিতেছি। তাদের ভালবাসার কোনও বিকল্প হয় না। আমি সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।

সিনেমা: দর্শকের পছন্দে

সেরা নবাগত ইধিকা পাল (খাদান)

আজকের দিনটা আমার কাছে খুব খুব খুশির। কারণ একদিকে আমি সেরা নবাগত হিসেবে আনন্দলোক পুরস্কার পেলাম, আর অন্যাদিকে দুবাইতে আমার ছবি 'খাদান'-এর স্পেশ্যাল স্ক্রিনিং হচ্ছে। আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই, যাঁরা আমাকে এই পুরস্কারের যোগ্য মনে করেছেন। আশা করি, এই পুরস্কার আমাকে আরও ভাল কাজ করতে উৎসাহ দেবে।





সিনেমা: বিচারকের পছন্দে

সেরা অভিনেতা **চন্দন সেন**
(মানিকবাবুর মেঘ)

ছোটবেলায় লুকিয়ে আনন্দলোক পড়তাম। বাড়ির বড়রা দেখলে বকুনি দিতেন। আজ সেই আনন্দলোক-এর দেওয়া পুরস্কার পেয়ে সত্যি খুব ভাল লাগছে। আরও ভাল লাগছে বৌদ্ধায়ন এবং মোনালিসার জন্য , যারা সাহস দেখিয়ে 'মানিকবাবুর মেঘ'-এর মতো ছবি করেছে। গোটা আনন্দলোক টিমকে আমার তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা।

সিনেমা: বিচারকের পছন্দে

সেরা অভিনেত্রী **মনামী ঘোষ (পদাতিক)**

আনন্দলোক পুরস্কার ২০২৫ ক্রিটিকস বেস্ট অ্যাকট্রেস অ্যাওয়ার্ড গোজ় টু মনামী ঘোষ ফর 'পদাতিক'। ইচ্ছে করে পুরো লাইনটা আবার বললাম কারণ যতবার এটা শুনছি ততবার আনন্দ আরও ডবল হচ্ছে। আনন্দলোক পুরস্কার সবসময়ই আমার কাছে খুব স্পেশ্যাল। তার উপর এর আগে ছোট পর্দার জন্য অনেকবার সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেও, এই প্রথমবার সিনেমার জন্য পেলাম। আর 'পদাতিক' আমার কেরিয়ারের খুব স্পেশ্যাল একটা ছবি। সবমিলিয়ে পার্টি তো বনতা হ্যায়!



সিনেমা: বিচারকের পছন্দে

সেরা পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় (পদাতিক)

আমার বাড়ির ক্যাবিনেটে প্রায় সব বড়-বড় পুরস্কার আছে, ছিল না শুধু আনন্দলোক পুরস্কার। তাই আজ আমি খুব খুশি। আনন্দলোক পড়ে বড় হয়েছি। তবে একটা খারাপ লাগা ছিল, ২০১১ এবং ২০১২-তে আমার দুটো ছবির নমিনেশনে ছিল, ‘২২ শে শ্রাবণ’ এবং ‘হেমলক সোসাইটি’। কিন্তু কোনওবারই আমি অ্যাওয়ার্ডটি পাইনি। অবশেষে পদাতিক-এর জন্য সেরা পরিচালকের অ্যাওয়ার্ড পেলাম, এটা খুব তৃপ্তির।



সিনেমা: বিচারকের পছন্দে

সেরা সিনেমা **চালচিত্র এখন**

অনেক বছর আগে আনন্দলোক পুরস্কার-এর জুরি মেম্বার ছিলাম। আজ সেই আনন্দলোক পুরস্কার পেয়ে দারুণ আনন্দ হচ্ছে। আক্ষরিক অর্থে এই ছবি আমার আর নীলের টাকা দিয়ে করা ছবি। প্রথমবার প্রোডিউসর হিসেবে অ্যাওয়ার্ড পাওয়াটা তাই খুবই স্পেশ্যাল। ধন্যবাদ আনন্দলোক-কে।





সিনেমা: বিচারকের পছন্দে

সেরা সিনেমা বেলাইন

(হরিৎ রত্ন ও মনীষা রত্ন)

ছোটবেলায় আনন্দলোক পড়ে বড় হয়েছি। শহর কলকাতাকে লোকেরা যেমন হাওড়া ব্রিজ বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের জন্য চেনে, ঠিক একইভাবে আনন্দবাজার পত্রিকার জন্যও চেনে। শহর জাগে আনন্দবাজারের সঙ্গে। তাই এরকম একটি মঞ্চে আমরা আসতে পেরেই ধন্য।



ওটিটি: দর্শকের পছন্দে

সেরা অভিনেতা **টোটা রায়চৌধুরী**
(যাহা বলিব সত্য বলিব)

নিজের পছন্দের কাজের জন্য পুরস্কার পাওয়া সবসময়ই খুব আনন্দের। তার উপর এটা আনন্দলোক-এর ৫০-তম বর্ষ। তাই তাদের জন্য এই পুরস্কার যতটা স্পেশ্যাল, আমার জন্যও ঠিক ততটাই। টিম আনন্দলোক, জুরি মেম্বারস এবং সমস্ত দর্শককে আমার তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ। তবে পুরস্কার পাওয়া মানে দায়িত্বও বেড়ে যাওয়া। এরপর আমার কাছ থেকে দর্শকের প্রত্যাশা আরও বাড়বে, সেটা মাথায় রেখেই কাজ করে যাব।

ওটিটি: দর্শকের পছন্দে

সেরা অভিনেত্রী

সৌমিতৃষা কুণ্ডু (কালরাত্রি)

আমার প্রথম ওয়েব সিরিজ় ‘কালরাত্রি’। আমার প্রথম আনন্দলোক পুরস্কার। দুই প্রথম মিলিয়ে আমি খুব আপ্লুত। তবে আমার চেয়েও বেশি আপ্লুত আমার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি অর্থাৎ আমার দর্শক। সকলকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এতটা ভালবাসা দেওয়ার জন্য। আর আনন্দলোক-কে ধন্যবাদ আমাকে এই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য।





ওটিটি: দর্শকের পছন্দে

সেরা পরিচালক

অয়ন চক্রবর্তী (কালরাত্রি)

সেরা সিরিজ়

কালরাত্রি

আজ থেকে বহুবছর আগে আমি আনন্দলোক পুরস্কার-এর শো পরিচালনা করেছিলাম। তাই এবার সেই পুরস্কার নিজের কাজের জন্য পেয়ে স্বভাবতই দারুণ আনন্দ হচ্ছে। এটা আমার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মুহূর্ত। আমি আমার সমস্ত দর্শকবন্ধুকে অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই, যাঁদের ভোটে আমি আজ এই পুরস্কারটি পেলাম।



টেলিভিশন: দর্শকের পছন্দে

সেরা অভিনেতা সাহেব ভট্টাচার্য (কথা)

ছোটবেলা থেকে আনন্দলোক পড়ে বড় হয়েছি। সিনেমার যাবতীয় খবর, লেটেস্ট ফ্যাশন, সব আনন্দলোক-এর পাতা থেকেই জেনেছি। তাই আজ তাদের ৫০-তম বছরে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়ে দারুণ অনুভূতি হচ্ছে। খুব গর্ব হচ্ছে। আনন্দলোক-কে অজস্র ধন্যবাদ। তার সঙ্গে ধন্যবাদ দেব সমস্ত দর্শককে, যাঁরা আমাকে এবং সুস্মিতাকে ‘কথা’ সিরিয়ালের জন্য এত ভালবাসা দিয়েছেন।



টেলিভিশন: দর্শকের পছন্দে

সেরা অভিনেত্রী সুস্মিতা দে (কথা)

ছোটবেলা থেকে আনন্দলোক পড়েছি। তাই তাদের কাছ থেকে এরকম স্বীকৃতি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। সেরা অভিনেত্রী হিসেবে এটা আমার কেরিয়ারের প্রথম পুরস্কার। তাই এটা বরাবর আমার কাছে খুব স্পেশ্যাল হয়ে থাকবে। এছাড়া ‘কথা’ সিরিয়ালের পুরো টিমকে অনেক ধন্যবাদ দেব আমাকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করার জন্য।



টেলিভিশন: দর্শকের পছন্দে

সেরা খল চরিত্র অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (কথা)

প্রথমেই ‘কথা’র গোটা টিমকে অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই। আমাদের রাইটার রাখীদি, পরিচালক সুমন দাস এবং বেঙ্গল টকিজ়-এর নীতেশ দা এবং নন্দিনীদি। সঙ্গে আমার চরিত্রটাকে সাজিয়ে তুলতে যাঁদের বড় অবদান রয়েছে, মেকআপে বিপ্লবদা এবং হেয়ারে পিঙ্কিদি, তাঁদেরকেও অনেক ধন্যবাদ। এবার ‘কথা’ সিরিয়াল থেকে আমরা তিনটে অ্যাওয়ার্ড পেলাম। আর অবশ্যই ধন্যবাদ আনন্দলোক। তাদের অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।



টেলিভিশন: দর্শকের পছন্দে

সেরা অভিনেত্রী **অঙ্কিতা মল্লিক (জগদ্ধাত্রী)**
সেরা ধারাবাহিক **জগদ্ধাত্রী**

এটা আমার কাছে একটা অনেক বড় সম্মান। তবে এই অ্যাওয়ার্ডটি খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। প্রত্যেকটা অ্যাওয়ার্ডই খুব সম্মানের, তবে এবার একটাই দুঃখের বিষয় যে আমি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অ্যাওয়ার্ডটি নিতে পারলাম না। আমার সিরিয়ালও অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, সেটাও আমার কাছে বিশেষ তৃপ্তির। আমি আনন্দলোক-এর সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং ধন্যবাদ জানাতে চাই যিনি আমাকে জগদ্ধাত্রী বানিয়েছেন, স্নেহাশিসদা।



সঙ্গীত: দর্শকের পছন্দে

সেরা সঙ্গীত পরিচালক **বনি চক্রবর্তী**
(ডাকাতিয়া বাঁশি ও শিমূল পলাশ- বহুরূপী)

৩২ বছর পর এরকম একটি সম্মান পেলাম। ধন্যবাদ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে, ধন্যবাদ নন্দিতা দি-কে, 'বহুরূপী'র মতো ছবির গানের জন্য আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন বলে। আমার মনে হয় এখনও অবধি আমার কেরিয়ারে এটাই শ্রেষ্ঠ কাজ। আমি এই অ্যাওয়ার্ড সারাজীবন মনে রাখব। থ্যাঙ্ক ইউ আনন্দলোক। আজকের পর আমি আরও বড় ছবিতে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবো।



সঙ্গীত: দর্শকের পছন্দে

সেরা গায়িকা অন্তরা মিত্র (কিশোরী- খাদান)

আনন্দলোক একটা ঐতিহ্য। আজ সেই ঐতিহ্যের ৫০-তম বর্ষে এরকম একটি পুরস্কার পেয়ে সত্যি খুব ভাল লাগছে। আমি আর শ্রেষ্ঠা পেলাম যুগ্মভাবে এই পুরস্কার। এতসব ট্যালেন্টেড মানুষদের মধ্যে থেকে দর্শক যে আমাকে বেছে নিয়েছে, তার জন্য খুব আনন্দ হচ্ছে। আনন্দলোক-কে অনেক শুভেচ্ছা এবং আশা করব আপনারা বছরের পর বছর এভাবেই যোগ্যদের সম্মানিত করে যাবেন।



সঙ্গীত: দর্শকের পছন্দে

সেরা গায়িকা **শ্রেষ্ঠা দাস**
(ডাকাতিয়া বাঁশি ও শিমূল পলাশ- বহুরূপী)

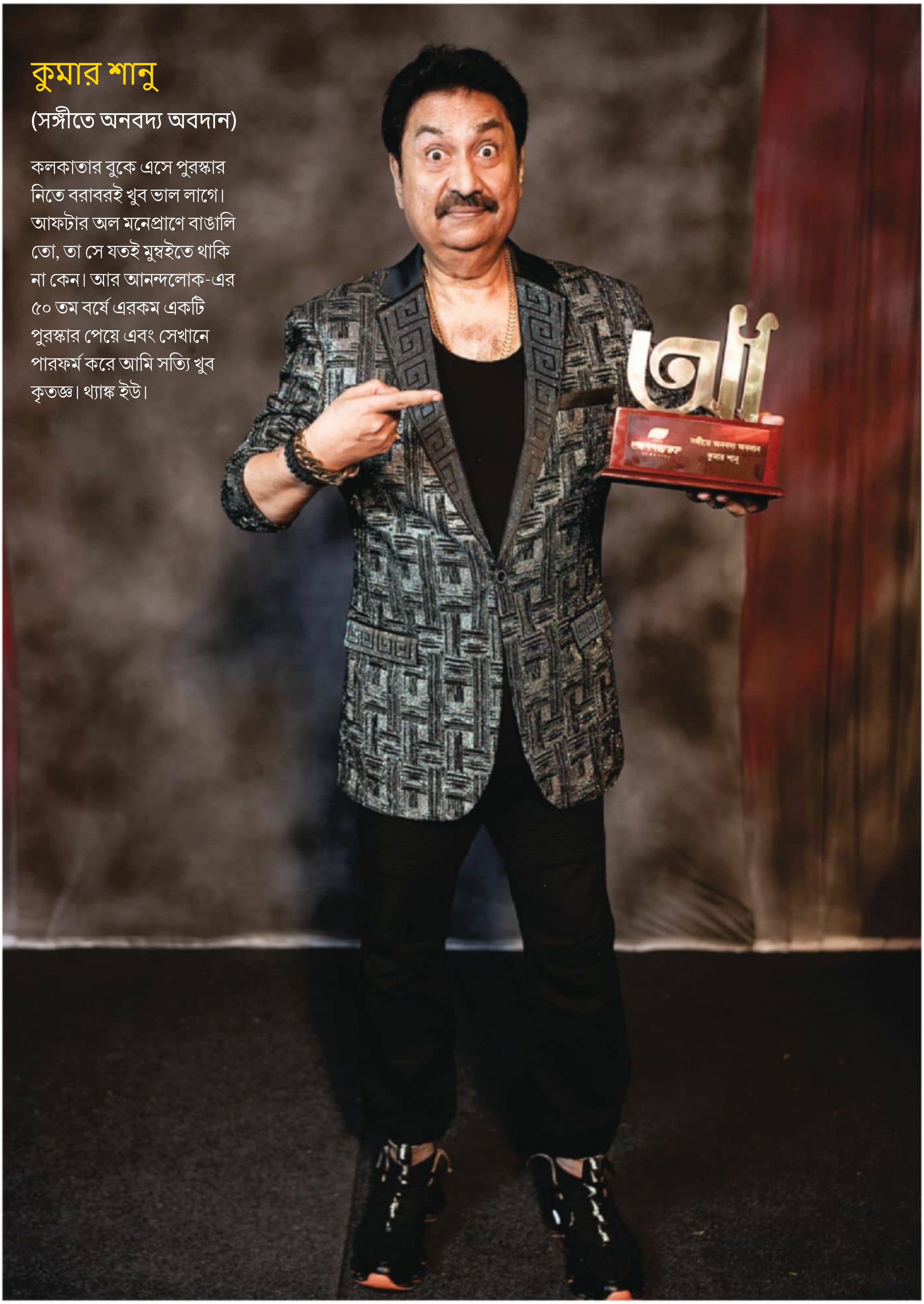
দারুণ অনুভূতি হচ্ছে। সকলকে অনেক ধন্যবাদ, যাঁরা ‘বহুরূপী’-কে ভোট দিয়েছেন। বনিদা-ও সেরা সঙ্গীত পরিচালক-এর পুরস্কার পেয়েছে। সকলের জন্য আমি খুব খুশি। আশা করি ভবিষ্যতে আরও ভাল গান উপহার দিতে পারব।



সঙ্গীত: দর্শকের পছন্দে

সেরা গায়ক **রথীজিৎ ভট্টাচার্য** **(কিশোরী- খাদান)**

পুরস্কার যে কোনও শিল্পীকে আরও ভাল কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়। আমিও সেভাবেই এটাকে দেখব। পুরস্কার নেওয়ার সময়ে মঞ্চে অনেকের নাম নেওয়া হয়নি। ধন্যবাদ গানের গীতিকার ঋতমকে, ধন্যবাদ দেবদা এবং আমাদের পরিচালক সুজিতদাকে। ওরা জোর করেই আমাকে দিয়ে এই গানটা গাইয়েছিল। ধন্যবাদ দেব এবং আমার কো-সিঙ্গার অন্তরাকেও।



কুমার শানু

(সঙ্গীতে অনবদ্য অবদান)

কলকাতার বুকে এসে পুরস্কার নিতে বরাবরই খুব ভাল লাগে। আফটার অল মনেপ্রাণে বাঙালি তো, তা সে যতই মুম্বইতে থাকি না কেন। আর আনন্দলোক-এর ৫০ তম বর্ষে এরকম একটি পুরস্কার পেয়ে এবং সেখানে পারফর্ম করে আমি সত্যি খুব কৃতজ্ঞ। থ্যাঙ্ক ইউ।



ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

(সিনেমায় অনবদ্য অবদান)

এটা একটা অসামান্য প্রাপ্তি। ভারতীয় সিনেমায় অনবদ্য অবদানের জন্য আমাকে আনন্দলোক যে পুরস্কৃত করল, তার জন্য আমার উৎসাহ আরও অনেক গুণ বেড়ে গেল। এটা আমাকে অনুপ্রাণিত করল, যাতে আমি আরও ভাল কাজ দর্শকদের উপহার দিতে পারি। আনন্দলোক-এর ৫০ বছর পূর্ণ হল, তার জন্য তাদের গোটা টিমকে আমার তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা। এই অ্যাওয়ার্ড আমি আমার স্বজন এবং বিশেষ করে মাকে উৎসর্গ করতে চাই। মা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু ওঁর আশীর্বাদ ছাড়া আমি এতটা পথ আসতে পারতাম না।



সেরা শিল্পনির্দেশক

অমিত রায় ও সুব্রত চক্রবর্তী

আজকের এই অ্যাওয়ার্ডটি বাবা-মা-কে উৎসর্গ করতে চাই। বাইরে আমরা বহু পুরস্কার পেয়েছি, কিন্তু নিজেদের মাটিতে এরকম স্বীকৃতি পাওয়া বরাবরই খুব তৃপ্তিদায়ক। বিশেষ করে আনন্দলোক পুরস্কার-এর মতো মঞ্চে এই সম্মান আমাদেরকে আরও ভাল কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।



জীবনকৃতি সম্মান

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দলোক-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে ওরা আমাকে এই সম্মান প্রদানের কথা ভেবেছে। আনন্দলোক-কে অনেক শুভেচ্ছা যে তারা ৫০ বছর অতিক্রম করল এবং আশা করব তাদের এই সফর যেন আরও দীর্ঘায়িত হয়। আমি মুম্বইয়ের নায়ক হলেও মন সবসময় এই বাংলাতেই পড়ে থাকে। তাই বাংলা থেকে যে কোনও স্বীকৃতি পেতে সবসময়ই ভাল লাগে।



■ কুমার শানুর গান শুনে উচ্ছ্বসিত দর্শকাসনে থাকা রাজ, শুভশ্রী, বিক্রম, পরমব্রত,সাহেব, সুস্মিতা

মুহূর্তরা ছুঁয়ে যায়

আনন্দলোক পুরস্কার, সেই সঙ্গে আনন্দলোকের ৫০তম জন্মদিন বলে কথা। দ্বিগুণ উদ্‌যাপনে সামিল হলেন সকলে। লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

২০২৫-এর আনন্দলোক পুরস্কার অনেক দিক থেকেই বিশেষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথির জন্য ছিল একটি বিশেষ পুস্তিকা, যাতে আনন্দলোকের পাঁচ দশকের যাত্রার বাছাই করা বিশেষ কিছু প্রচ্ছদ সাজানো হয়েছিল। স্মারক হিসেবে তাই তুলে দেওয়া হল অতিথিদের হাতে। রেড কার্পেট অ্যাওয়ার্ড ফাংশনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে সেই লাল গালিচায় হাঁটলেন আমাদের প্রিয় সেলেবরা। সেখানে পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, অনসূয়া মজুমদারের পাশাপাশি ছিলেন ‘তালমার রোমিও জুলিয়েট’-এর দেবদত্ত রাহা ও হিয়া রায়ও, যাঁদের জীবনের রেড কার্পেট অভিষেক হল আনন্দলোক পুরস্কারেই! রেড কার্পেটের জৌলুস অবশ্য প্রথমেই বাড়িয়ে দিলেন মনামী ঘোষ, তাঁর গোল্ড ফয়েল গাউন লুক দিয়ে। রাজ-শুভশ্রী, পরমব্রত, টোটা রায়চৌধুরী, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অনুপম রায়, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ্তা সেন, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সোনালী চৌধুরী, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবলীনা দত্ত, রিমঝিম মিত্র, শোলাঙ্কি রায়, অপরাজিতা আঢ্য, শতাব্দী রায়, সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অঙ্গনা রায়, রোহন ভট্টাচার্য, নীল ভট্টাচার্য, অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, দিব্যজ্যোতি দত্ত, আরিয়ান ভৌমিক, পল্লবী শর্মা, দিব্যাণী মণ্ডল, অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, রণজয় বিষ্ণু, মিশমি দাশ, শুভ্রজিৎ দত্ত, মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্বেষা দত্তগুপ্ত, সৃজা দত্ত, শুভ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, রাজা চন্দ, পিয়ান সরকার, চৈতি ঘোষাল, তানিকা বসু, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, লগ্নজিতা চক্রবর্তী, রণজয় ভট্টাচার্য, দুর্নিবার, শোভন গঙ্গোপাধ্যায়, উজ্জয়িনী মুখোপাধ্যায়, অর্ণ মুখোপাধ্যায়, বনি চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী উশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন একে একে। অনেকে আবার অনুষ্ঠান শুরু



■ নিজের পুরস্কার স্ত্রী ইরার হাতে তুলে দিচ্ছেন বিশ্বজিৎ। পাশে মীর

হয়ে যাওয়ায় সোজা চলে যান অডিটোরিয়ামে। তবে পুরস্কার শেষে, কখনও বা পুরস্কার জিতে কেউ কেউ ফিরলেন রেড কার্পেটে, হাঁটার জন্য। যেমন টিম 'মানিকবাবুর মেঘ'। জুরির পছন্দে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতে এলেন চন্দন সেন, সঙ্গে 'মানিকবাবুর মেঘ'-এর পরিচালক অভিনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রযোজকদ্বয় বৌদ্ধায়ন ও মোনালিসা মুখোপাধ্যায়। সেরা নবাগতার পুরস্কার বিজয়ী ইধিকা পালও রেড কার্পেটে ফিরলেন পুরস্কার হাতে।

অনুষ্ঠান চলাকালীন তৈরি হল বিভিন্ন সুন্দর মুহূর্ত। যেমন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের সম্মান প্রাপ্ত বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে হাত ধরে 'পুকারতা চলা হুঁ ম্যায়ঁ' গানের সঙ্গে মঞ্চ থেকে স্ত্রী ইরার কাছে পৌঁছে দিলেন সঞ্চালক মীর। দর্শক এবং জুরির পছন্দে সেরা দুই



■ মঞ্চে শুভশ্রী এবং সৃজিত



■ সোনালী চৌধুরী



■ খল চরিত্রে মনোনীত ছিলেন মানসী সেনগুপ্ত



■ দর্শকের আসনে পাশাপাশি শতাব্দী ও রাজ



■ বিশেষ মুহূর্তে ফ্রেমবন্দি অপরাজিতা আঢ্য এবং শঙ্কর চক্রবর্তী



■ ধারাবাহিক 'অমরসঙ্গী' থেকে মনোনীত ছিলেন নীল





■ একফ্রেমে ঋতুপর্ণা-কৌশানী-বনি



■ সন্দীপ্তা মনোনীত ছিলেন 'নষ্টনীড় ২' সিরিজের জন্য

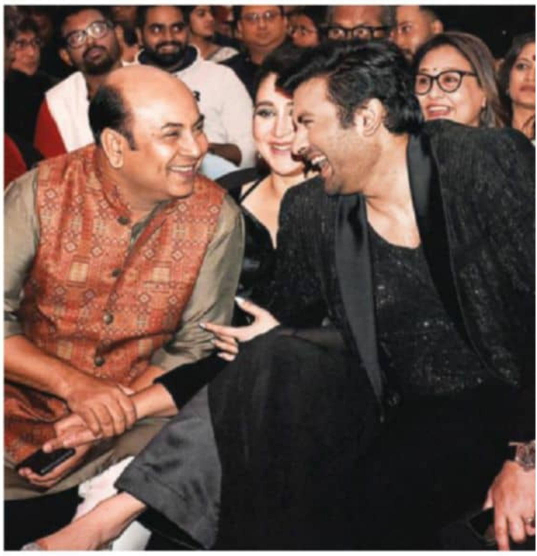


■ তারকাখচিত দর্শক আসনে পাশাপাশি অনুপম, শতাব্দী, রাজ, ঋত্বিক



■ দিব্যজ্যোতি দত্ত

অভিনেত্রী শুভশ্রী এবং মনামী আলিঙ্গন করলেন পরস্পরকে। টেলিভিশনের সেরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কারবিজয়ী সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন পরস্পরকে। কুমার শানুর সঙ্গে আড্ডায় মাতলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। কুনাল গাঞ্জাওয়ালার মুখে 'সেদিন দেখা হয়েছিল', 'প্রেম আমার' গান শুনে মেতে উঠলেন বনি চক্রবর্তী, অন্তরা মিত্র, রথীজিৎ,



■ বিশেষ মুহূর্তে অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং অঙ্কুশ। মাঝে ঐন্দ্রিলা

রেড কার্পেট অ্যাওয়ার্ড ফাংশনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে সেই লাল গালিচায় হাঁটলেন প্রিয় তারকারা



■ ওটিটি বিভাগে মনোনীত ছিলেন অমৃতাও



■ রেড কার্পেটে জুটিতে দেখা মিলল রাহুল-দেবাদৃতার



■ সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়

উজ্জয়িনীরা। কুমার শানুর গানে রাজ-শুভশ্রী, সাহেব, পরমব্রত, বনি সেনগুপ্ত, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, বিক্রম চট্টোপাধ্যায়... সকলে ফিরলেন নয়ের দশকে। আবার বিশ্বজিৎ স্নেহের আলিঙ্গন করলেন ঋতুপর্ণাকে।

তবে এ তো গেল অ্যাওয়ার্ডের মুহূর্ত। নৈশভোজ এবং আফটার পার্টির রোশনাইও কম ছিল না। ডিনারে আড্ডায় মাতলেন



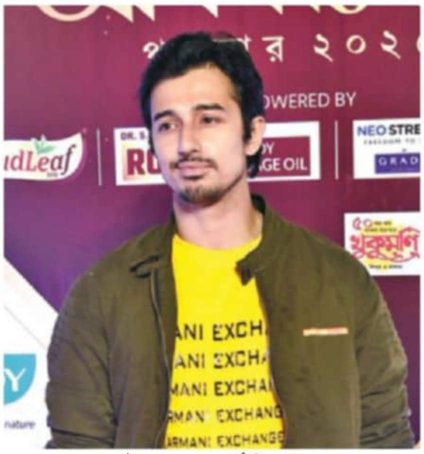
■ ওটিটির হিট জুটি হিয়া-দেবদত্ত

ঋত্বিক চক্রবর্তী, প্রতীম ডি গুপ্ত, অভিজিৎ সেন, অতনু রায়চৌধুরী, অয়ন চক্রবর্তীরা। সঞ্চালিকার ভূমিকা পালন করে স্টেজ থেকে সোহিনী সরকার নামার পর তাঁর সঙ্গী হলেন

অনুষ্ঠান চলাকালীন তৈরি হল বিভিন্ন সুন্দর মুহূর্ত। যেমন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের সম্মান প্রাপ্ত বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে হাত ধরে ‘পুকারতা চলা হুঁ ম্যায়ঁ’ গানের সঙ্গে মঞ্চ থেকে স্ত্রী ইরার কাছে পৌঁছে দিলেন সঞ্চালক মীর



■ ধারাবাহিকে খল চরিত্রে মনোনীত ছিলেন অহনা



■ রেড কার্পেটে আরিয়ান ভৌমিক



■ ‘কিশোরী’ গানের নায়িকা-গায়িকা পাশাপাশি



■ অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পরের মুহূর্তে মনামী ও শুভশ্রী



■ ‘ফুলকি’ ধারাবাহিকের জন্য মনোনীত ছিলেন দিব্যাণী



■ আফটার পার্টিতে একসঙ্গে রণজয়, লগ্নজিতা, অঙ্গনা, সুহোত্র, শোলাঙ্কি



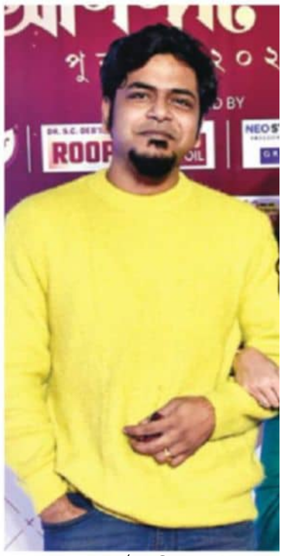
■ সস্ত্রীক ফিরদৌসুল হাসান



■ চন্দন সেনের সঙ্গে রেড কার্পেটে টিম 'মানিকবাবুর মেঘ'



■ আফটার পার্টিতে চৈতী ঘোষাল ও রাজা চন্দ



■ রেড কার্পেটে দুর্নিবার



■ শুভ্রজিৎ দত্ত



■ আফটার পার্টিতে একান্ত আড্ডায় সৃজিত-অঙ্গনা-শোলাঙ্কি



■ অনুরাধা মুখোপাধ্যায়



■ সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



■ নিজেদের সাফল্যে আপ্লুত সাহেব-সুস্মিতা

চৈতি ঘোষাল একটু দেরিতে এসেই বললেন, 'আনন্দলোকের ওই বিশেষ বইটা কিন্তু আমি পাইনি...' বই পেয়ে দিব্যি খুশি তিনি।

স্বামী শোভন গঙ্গোপাধ্যায়, এতক্ষণ যিনি ছিলেন দর্শকাসনে। সোহিনী, শোভন, দুর্নিবার, অর্ণ, সৃজিত বসালেন আড্ডা। নিজের প্লেট থেকেই সোহিনীকে খাওয়াচ্ছিলেন শোভন। আবার অন্যদিকে বনি, শ্রেষ্ঠা, লগ্নজিতা, রণজয়, সমিধ, উর্বীরা... শোলাঙ্কি, তানিকা, রণজয়, মিশমি, অঙ্গনা, রোহন, সুহোত্র, দেবপ্রিয়রা একটি জটলা করে দিচ্ছিলেন আড্ডা। চৈতি ঘোষাল





■ ফ্রেমবন্দি সৃজিত-অর্ণ



■ একফ্রেমে তানিকা-দেবপ্রিয়



■ অনুষ্ঠানের পরে ঋত্বিক এবং প্রতীম

একটু দেরিতে এসেই বললেন, 'আনন্দলোকের ওই বিশেষ বইটা কিন্তু আমি পাইনি...' বই পেয়ে দিব্যি খুশি তিনি। মূল অনুষ্ঠানে দেরি করে এলেও নৈশভোজ ও আফটার পার্টিতে সময় কাটালেন পিয়ান সরকার ও রাজা চন্দ। আড্ডা এবং খাওয়া হোটেলের লন থেকে একসময় চলে এল বলরুমের ভিতরে। মিউজিকের তালে



■ রথীজিৎ, রামকমল ও অভিজিৎ সেন

টিম আনন্দলোকের কেক কাটার সময় সকলে গেয়ে উঠলেন হ্যাপি বার্থডে। তবে সৃজিত মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব দিলেন, আনন্দলোকের জন্মদিনে 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' গাওয়া হোক!



■ রিমঝিম মিত্র

■ দেবলীনা দত্ত

■ অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

■ রণজয় বিষ্ণু

■ মিশমি দাস



এবরের পুরস্কারে মনোনীত ছিলেন পল্লবী শর্মা



দর্শক আসনে পাশাপাশি বিক্রম-কুমার শানু



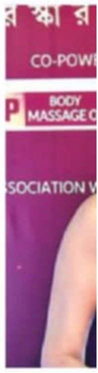


অনুষ্ঠানের শুরু থেকে পার্টি পর্যন্ত ছিলেন রোহন

পার্টিতে সারপ্রাইজ় প্যাকেজ ছিলেন রথীজিৎ। সৃজিত, অঙ্গনা, শোলাঙ্কিরা যখন আড্ডায় মগ্ন, তখন ডান্স ফ্লোর একাই মাতিয়ে দিলেন রথীজিৎ।



‘পারিয়া’ থেকে খল চরিত্রে মনোনীত ছিলেন সৌম্য





রেড কার্পেটে সৃজা দত্ত



শোভন-সোহিনী



আফটার পার্টিকে সমিধ-উর্ভি



মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়

ধীরে-ধীরে পার্টি জমে উঠল। ২৫ জানুয়ারি, আনন্দলোক পত্রিকার ৫০তম জন্মদিনও বটে। আর জন্মদিনে কেক কাটা হবে না, তা কি হয়? টিম আনন্দলোকের কেক কাটার সময় সকলে গেয়ে উঠলেন হ্যাপি বার্থডে। তবে সৃজিত মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব দিলেন, আনন্দলোকের জন্মদিনে ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’ গাওয়া



■ অঞ্জন দত্তর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন সৃজিত



■ পার্টিতে খোশমেজাজে এবারের সঞ্চালিকা সোহিনী



■ ফ্রেমবন্দি বিশ্বজিৎ-ঋতুপর্ণা



■ রিয়া গঙ্গোপাধ্যায়



■ দেবাশিষ মন্ডল



■ অন্বেষা দত্তগুপ্ত



■ উজ্জয়িনী মুখোপাধ্যায়

হোক! সোহিনী, সৃজিত, রাজা, পিয়ান, শোলাঙ্কি, অঙ্গনা, চৈতি, সায়ন্তনী, অনুরাধা, সুহোত্র, দেবপ্রিয়, শোভন, দুর্নিবার, উজ্জয়িনী, বনি, শ্রেষ্ঠা, শুভ্রজিৎরা সমস্বরে গেয়ে উঠলেন 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'... তারপর পরস্পরকে কেক খাওয়ানো... পার্টিতে সারপ্রাইজ় প্যাকেজ ছিলেন রথীজিৎ। সৃজিত, অঙ্গনা, শোলাঙ্কিরা যখন আড্ডায় মগ্ন, তখন ডান্স ফ্লোর একাই মাতিয়ে দিলেন তিনি। 'কিশোরী'র জন্য সেরা গায়কের অ্যাওয়ার্ড পেয়ে তিনি এতটাই খুশি যে নাচেও মাতিয়ে দিলেন সকলকে। সঙ্গ দিলেন সমিধ ও উর্বীও। তবে পার্টিতে দুই জুটিকে পাওয়া যায়নি। শুভশ্রী যেমন বললেন, "বাড়িতে ছোট দুটো বাচ্চা থাকলে আর পার্টি করা যায় না। ইচ্ছে কি আর করে না? কিন্তু বাড়ি পালাতেই হয়।" আর আর এক বিজয়ী জুটি সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দে যে কোথায় হারালেন, তাঁদের পার্টিতে খুঁজেই পাওয়া গেল না! ঘড়ির কাঁটা প্রায় দেড়টা ছুঁই ছুঁই যখন, তখন একে-একে বেরোতে শুরু করলেন সকলে। তবে যাঁরা টিম আনন্দলোকের সঙ্গে মধ্যরাত পার করেও আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন, তাঁরা সস্ত্রীক রথীজিৎ ভট্টাচার্য এবং লগ্নজিতা-রণজয় ভট্টাচার্য। আনন্দলোকের ৫০ পার হল... রাত পেরোলেই তো পার্টি শেষ! শেষ মুহূর্ত অবধি উপভোগ না করলে হয়!



■ 'চিরসখা' ধারাবাহিকের সেট থেকে

'চিরসখা'র পথচলা শুরু

শোনা গিয়েছিল, নতুন স্বাদের গল্প নিয়ে ছোটপর্দায় ফিরবেন অপরাজিতা ঘোষ দাস। বেশ কয়েক বছর পর আবারও লিড রোলে ফিরলেন তিনি। 'কমলিনী'র চরিত্রে অপরাজিতাকে দেখে বোঝা যায় যে, এ গল্প একেবারে অন্যরকম। গল্পের লেখিকা রবি ঠাকুরের 'চিরসখা হে' গানটি থেকে খানিক অনুপ্রাণিত হয়ে এই ধারাবাহিক লিখেছেন, সে কথা বলা যেতেই পারে। এই ধারাবাহিকে অপরাজিতার সখার ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুদীপ মুখোপাধ্যায়। অনেক দিন পর ছোটপর্দায় পজ়িটিভ চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। এই দিন 'চিরসখা'র সেট থেকে আসন্ন ধারাবাহিকের কথা প্রকাশ্যে আনেন পরিচালক। পর্দায় অভিজ্ঞ দুই অভিনেতাকে একসঙ্গে দেখার জন্য অপেক্ষায় দর্শকরাও।

কোন দিকে ধারাবাহিক?

সদ্য ৮০০ পর্ব পার করল ধারাবাহিক 'নিম ফুলের মধু'। কিন্তু টিআরপির লড়াইয়ে নতুন বেশ কিছু ধারাবাহিকের কাছে বর্তমানে পরাজিত এক সময়ের বেঙ্গল টপার এই ধারাবাহিক। নতুন ধারাবাহিকের আগমনে একাধিকবার স্লট পরিবর্তিত হয়েছে 'নিম ফুলের মধু'র। সে কারণেই টিআরপি তালিকায় পিছিয়ে পড়েছে এই জনপ্রিয় ধারাবাহিক। তাই ৮০০ পর্বে এসে ধারাবাহিক নিয়ে কি খানিক সংশয় রয়েছে? এ ব্যাপারে ধারাবাহিকের মূল চরিত্র 'পর্ণা' অর্থাৎ পল্লবী শর্মা জানালেন, "এতগুলো পর্ব পেরিয়ে আসার পর এখন একটা বলতেই পারি, আমরা খুব রিমার্কেবল একটা জায়গায় রয়েছি। এখন তো একাধিক ধারাবাহিক তিন-চার মাসেই শেষ হয়ে যায়। সেখানে আমরা ৮০০ পর্ব অতিক্রম করেছি। নিজের ধারাবাহিককে বিচার করার জায়গায় আমি নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত দিক থেকে দেখলে একটা কথাই বলব, 'জবা' (আগের ধারাবাহিকে পল্লবীর চরিত্রের নাম) চরিত্রটি করার পরে অনেকেই ভেবেছিল পল্লবী শর্মা হয়ত আর অন্য কোনও চরিত্র নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। 'পর্ণা' চরিত্রটি আমাকে সেই জায়গাটা করে দিয়েছে। দর্শকদের কাছে এই চরিত্রটির মাধ্যমে সমানভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছি। তাছাড়া যাঁরা 'নিম ফুলের মধু' দেখেন তাঁরা জানেন, এই ধারাবাহিকের গল্প আর পাঁচটা ধারাবাহিকের মতো নয়।" তবে শোনা যাচ্ছে পল্লবী-রুবেলের ধারাবাহিক নাকি এবার শেষের মুখে। এ ব্যাপারটি একেবারে খারিজ না করলেও পল্লবী জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও খবর তিনি পাননি। পল্লবীর বিশ্বাস আরও বেশ কিছু পর্ব পাওয়া যাবে।

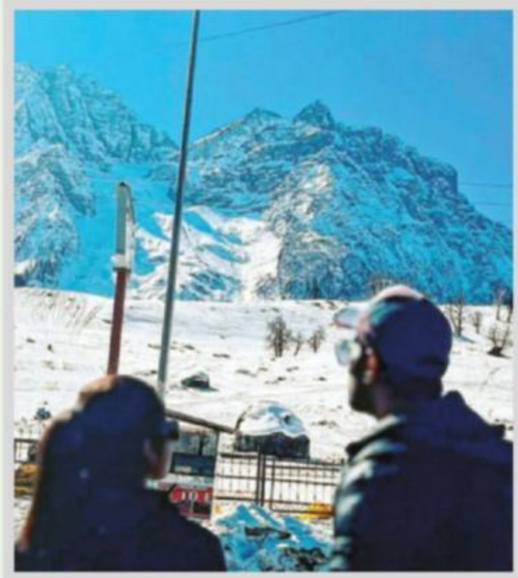


■ পল্লবী-রুবেল



■ স্বামীর সঙ্গে রূপসা

কাশ্মীর পর্ব



■ কাশ্মীরে জিতু-দিতিপ্রিয়া

সম্প্রতি জিতু কমলের সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গিয়েছে বরফঢাকা ভূস্বর্গের ছবি। পর্বতের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দু'জন, যাঁরা ছবিতে অস্পষ্ট। স্পষ্ট শুধু সামনের অপরূপ দৃশ্য। এমন দৃশ্য দেখার পর, ছবির ক্যাপশন মারফত বিশ্বকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিনেতা। ঠিক তার দু'দিন আগেই দিতিপ্রিয়া জানালেন, তিনি এখন কাশ্মীরে রয়েছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই মিলে যায় এই অঙ্ক। আসলে ছবিতে থাকা দু'জন দিতিপ্রিয়া ও জিতু। টেলিভিশনের পর্দায় খুব শীঘ্রই একসঙ্গে দেখা যাবে তাঁদের। অসমবয়সী প্রেমের গল্পে অভিনয় করবেন জিতু কমল ও দিতিপ্রিয়া রায়। আর সেই ধারাবাহিকের শুটিংয়ের জন্যই কাশ্মীর পৌঁছেছিল টিম 'তোমাকে ভালবেসে'। এই ধারাবাহিকের প্রোমো প্রকাশ্যে এলেও, গল্প কোন দিকে এগোবে, সে ব্যাপারে কোনও তথ্যই আপাতত নেই। তবে ধারাবাহিকের আগামী প্রোমোতে কাশ্মীরের সৌন্দর্য ধরা দেবে টেলিভিশনের পর্দায়।

দুই থেকে তিন

বিয়ের তিন মাসের মাথায় মা হলেন অভিনেত্রী রূপসা চট্টোপাধ্যায়। কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন তিনি, যা নিয়ে একাধিক কটূক্তি শুনতে হয় অভিনেত্রীসহ তাঁর পুরো পরিবারকে। ভিডিয়োর বিষয়বস্তু ছিল ছেলে নাকি মেয়ে। অধিকাংশজন 'ছেলে' বলাতে দর্শকদের রোষের মুখে পড়তে হয় রূপসার পরিবারকে। ঠিক তার কিছুদিন পরই সোশ্যাল মিডিয়া মারফত তাঁরা জানান, পুত্র সন্তান এসেছে তাঁদের ঘরে। এখনও ছেলের ছবি প্রকাশ্যে আনেননি অভিনেত্রী। কিন্তু একরত্তির হাত ধরে একটি মিষ্টি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেছেন রূপসা ও তাঁর স্বামী।

প্রস্তুতি নতুন চরিত্রের

নতুন ধারাবাহিকে নতুন জুটি। খুব শীঘ্রই আবারও টেলিভিশনের পর্দায় ফিরছেন অভিনেত্রী খেয়ালি মণ্ডল। তাঁর বিপরীতে জনপ্রিয় অভিনেতা সৈয়দ অরিফিন। ছবিতে গ্রামের মেয়ের চরিত্রে খেয়ালি। শেষবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল 'মিলি' ধারাবাহিকে। নতুন কাজ নিয়ে খেয়ালি জানিয়েছেন, "অপেক্ষায় ছিলাম কবে ফ্লোরে ফিরব। অনেক দিন পর আবারও কাজে ফিরতে পেরে বেশ ভাল লাগছে। একদম গ্রাম বাংলার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করছি। বড়ি দিচ্ছি, ঘুঁটে দিচ্ছি... নিজের মতো করে চেষ্টা করছি কীভাবে আরও ভাল করা যায় চরিত্রটাকে। কাজ তো পুরোকদমে চলছে। সকলে নিজেদের মতো করে চেষ্টা করছে, যাতে দর্শকদের ভাল কিছু দেওয়া যায়।" এখনও ধারাবাহিকের নাম প্রকাশ্যে আসেনি। চলতি মাসের ২৪ তারিখ থেকে সম্প্রচারিত হবে ধারাবাহিকটি।





■ খেয়ালি মণ্ডল। ইনসেটে অরিফিন



■ জয়ের পরে ভারতীয় দল

মেয়েদের জয়

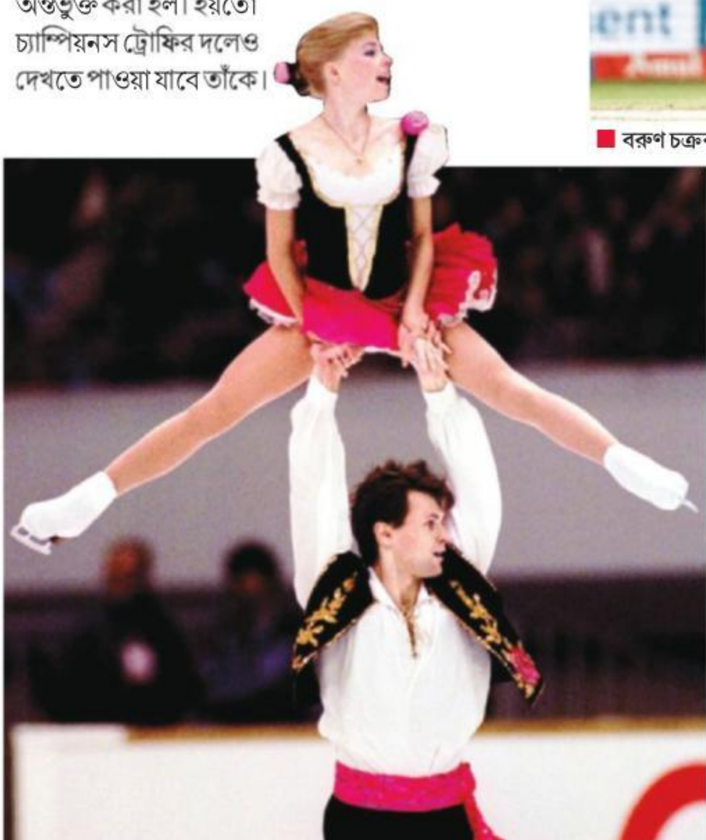
মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে হারালেন জি তৃষা-রা। তিন উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ৩৩ বলে ৪৪ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচের সেরা তিনিই। বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারও তৃষা-ই। গত বার তিতাস সাধু র দলে থেকেও বিশ্বকাপ জিতেছিলেন তৃষা। এবার নিকি প্রসাদের নেতৃত্বে আরও একটি বিশ্বকাপ জেতা হল তাঁর। প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা তোলে ৮২ রান। জবাবে ১১.২ ওভারে ১ উইকেটে ৮৪ তুলে চ্যাম্পিয়ন ভারতের মেয়েরা। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। ম্যাচ জিতে তৃষা বলেন, ''এই সাফল্য উৎসর্গ করতে চাই বাবাকে। আজ আমার ম্যাচ দেখতেও এসেছে। ছোটবেলা থেকে আমার পাশে থেকেছে বাবা। এই ট্রফি বাবার হাতে তুলে দিতে চাই।''

এবার বরুণ

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি সিরিজে পাঁচটি ম্যাচে ১৪টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। ইংরেজ ব্যাটাররা বুঝতেই পারেননি তাঁর বল। সেই কথা বুঝতে পেরেই বোধ হয় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের দলে বরুণ চক্রবর্তীকে অন্তর্ভুক্ত করা হল। হয়তো চ্যাম্পিয়নস ট্রোফির দলেও দেখতে পাওয়া যাবে তাঁকে। চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে বরুণ মিস্ট্রি স্পিন বোলিংকে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে চলে গিয়েছেন। ফলে তাঁকে এখন সীমিত ওভারের ক্রিকেটে প্রথম পছন্দের স্পিনার হিসেবে ধরা হচ্ছে। আশা করা যায়, কুলদীপ যাদবের দোসর হিসেবে এখন বরুণই উঠে আসবেন লাইম লাইটে।



■ বরুণ চক্রবর্তী



প্রয়াত দম্পতি

আমেরিকার ওয়াশিংটনে বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত হলেন স্কেটিংয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রুশ দম্পতি ইয়েভজেনিয়া শিশকোভা এবং ভাদিম নাউমভ। কানসাস থেকে ওয়াশিংটনে ফেরার পথে রোনাল্ড রেগান বিমানবন্দরে নামার আগেই সেনার হেলিকপ্টারের সঙ্গে ধাক্কায় পোটোম্যাক নদীতে ভেঙে পড়ে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের এই যাত্রিবাহী বিমান। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের এই বিমানেই ছিলেন শিশকোভা এবং নাউমভ। ১৯৯০ সালে ফিগার স্কেটিংয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন তাঁরা। ১৯৯৪ সাল থেকে আমেরিকায় বসবাস শুরু করেন এই দম্পতি।

■ শিশকোভা এবং ভাদিম নাউমভ



প্রত্যাবর্তন ও জন্মদিন

যে ক্লাব দিয়ে খেলা শুরু করেছিলেন, ১২ বছর পরে সেই ক্লাবেই ফিরলেন নেমার জুনিয়র। এবং ম্যাচের সেরা হয়ে নিজের ৩৩তম জন্মদিনটি স্মরণীয় করে রাখলেন। যদিও জয় এল না। স্যান্টোসের জার্সিতে নেমারের প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা তুঙ্গে ছিল ফুটবলপ্রেমীদের। বোতাফোগোর বিরুদ্ধে ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে ব্রাজিল তারকার বাবা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''এই ম্যাচের মাধ্যমে নেমারের ফুটবলজীবনের শেষ পর্বের যাত্রা শুরু হবে।'' কিন্তু প্রথম একাদশে তাঁকে না দেখে হতাশ হয়েছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। পরিবর্ত হিসেবে তিনি মাঠে নামেন। তখন মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে নেমারকে স্বাগত জানান দর্শকরা। ৫২ মিনিট খেলে অসাধারণ এ টি গোলের সুযোগও তৈরি করেছিলেন তিনি। তাই হয়তো হলেন ম্যাচের সেরা।

■ নেমার

পরভীন বাবির বায়োপিক

পরভীন বাবির চরিত্রে তৃপ্তি দিমরি। খুব শীঘ্রই কিংবদন্তি নায়িকা পরভীন বাবির জীবনকাহিনি বায়োপিক হিসেবে তুলে ধরা হবে পর্দায়। সেই বায়োপিকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন তৃপ্তি। তবে বড় পর্দায় নয়, ওয়েব সিরিজ় আকারে মুক্তি পাবে বায়োপিকটি। সেখানে অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে বিতর্ক, অভিনয় জীবন, সবকিছুকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সোনালি বসু। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে সিরিজ়ের পোস্ট প্রোডাকশনের কাজও। তৃপ্তিও প্রস্তুতি নিচ্ছেন ছবিটির জন্য। শুটিংয়ের জন্য পরিচালকের সুবিধেমতো তারিখ দিয়ে রেখেছেন অভিনেত্রী।

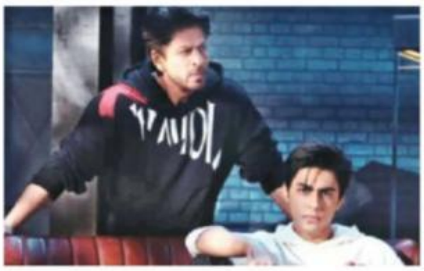


তৃপ্তি দিমরি

ছেলের পাশে শাহরুখ

অভিনেতা নয়, পরিচালক হিসেবে বলিউডে পা রাখতে চলেছেন শাহরুখপুত্র আরিয়ান খান। ইতিমধ্যেই একটি জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্যে এসেছে তাঁর কাজের ঝলক। প্রথম কাজে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন শাহরুখ নিজে। আরিয়ান পরিচালিত সিরিজ়টির নাম 'দ্য ব্যা**ডস অফ বলিউড'। সিরিজ়ের টিজ়ারে শাহরুখের অভিনয় যেমন নজর কেড়েছে, সঙ্গে ক্যামেরার পিছনে থাকা আরিয়ানকে দেখেও আপ্লুত দর্শক। ছেলের পাশে থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন অভিনেতা নিজে। সম্প্রতি ওই ওটিটি প্ল্যাটফর্মের একটি অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে শাহরুখ জানিয়েছেন, "আমি যা ভালবাসা পেয়েছি, তার ৫০ শতাংশও যদি আমার ছেলে-মেয়েকে দেওয়া হয়, তাহলে আমি খুশি হব। এটাই আমার কাছে অনেক।"

■ শাহরুখ এবং আরিয়ান



আইনি পথে আরাধ্যা

ফের পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি! আবারও সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অভিষেক এবং ঐশ্বর্যার একমাত্র কন্যা আরাধ্যার মৃত্যু সংবাদ। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত বচ্চন পরিবার। এর আগে একাধিকবার দিল্লি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক এবং ঐশ্বর্যা। সমস্ত ওয়েবসাইটের কাছে আইনি নোটিস পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বিভ্রান্তিকর সমস্ত ছবি, ভিডিয়ো, তথ্য মুছে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু আবারও প্রকাশ্যে এল সেরকমই কিছু ভুয়ো খবর। এবার দিল্লি আদালতের দ্বারস্থ হলেন আরাধ্যা বচ্চন নিজে। দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি আদালতে অনুরোধ করেছেন। ইতিমধ্যেই আবার আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং চ্যানেলে। আগামী ১৭ মার্চ এই ঘটনার পরবর্তী শুনানি ঘোষণা করা হয়েছে।



■ রাজকুমার-পত্রলেখা

প্রযোজনায় তারকা জুটি

অভিনেতা নন, এবার প্রযোজকের ভূমিকায় রাজকুমার রাও। স্ত্রী পত্রলেখাকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করলেন তাদের যৌথ প্রযোজনা সংস্থা 'কাম্পা ফিল্মস'। সমাজমাধ্যমে নিজেদের প্রযোজনা সংস্থার কথা প্রকাশ্যে আনেন এই তারকা দম্পতি। পত্রলেখা জানান যে, রাজকুমার এবং তাঁর মায়ের নামের আদ্যক্ষর মিলিয়ে এই প্রযোজনা সংস্থার নাম রাখা হয়েছে 'কাম্পা'। মৌলিক গল্প বলতে ইচ্ছুক তাঁরা দু'জনেই। সিনেমার প্রতি ভালবাসা থেকেই এই কাজে পা রেখেছেন। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু কাজও রয়েছে তাঁদের হাতে। তবে এখনই সব জানাননি রাজকুমার বা পত্রলেখা কেউই। জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই প্রযোজনা সংস্থা নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা তাঁরা করবেন। সেখানেই সব কিছু বিস্তারিতভাবে জানা যাবে।

■ ঐশ্বর্যার সঙ্গে আরাধ্যা





■ সেফ আলি খান

সুস্থ সেফ

কেমন আছেন সেফ আলি খান? এ প্রশ্ন এখন সর্বত্র! তিনি নিজেই অবশ্য সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রকাশ্যে এসে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সুস্থ রয়েছেন তিনি। ভয়াবহ হামলার পরে বেশি দিন বিশ্রাম নেননি অভিনেতা। কাজে ফিরলেন দ্রুতই। খুব শীঘ্রই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে তাঁর পরের ছবি 'জুয়েল থিফ: দা হাইস্ট বিগিনস'। হাতে ব্ল্যাক কাস্ট, ঘাড়ে ব্যান্ডেজ নিয়েই সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত সেই ছবি টিজ়ার লঞ্চের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা। আবারও চেনা পরিসরে ফিরতে পেরে আপ্লুত তিনি। সেফের অনেক দিনের ইচ্ছে এই ছবিতে কাজ করবেন। এটা তাঁর কাছে এক প্রকার স্বপ্নপূরণ। কিন্তু এদিন হামলার ঘটনাটি নিয়ে একবারের জন্যও মুখ খোলেননি সেফ।

আমি অন্যের মতো হতে গিয়ে একটা

প্র শোনা যায় ছোট থেকেই আপনার বন্ধু সংখ্যা কম ছিল। এখনও ইন্ডাস্ট্রিতে আপনাকে বেশি লোকজনের সঙ্গে দেখা যায় না। আপনি কি নিজের সঙ্গে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করেন?

ছোটবেলায় বন্ধু একেবারেই ছিল না, তা কিন্তু নয়। খেলাধুলো করতাম, আড্ডা দিতাম। এখন বড় হয়ে বরং চিত্রটা অনেক বদলেছে। সত্যি বলতে, কাজের জায়গায় প্রতিযোগিতা তো একটা থাকেই। হিউম্যান সাইকোলজিকে অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া আমি মনে করি, সৎ বন্ধু তারা, যারা মুখের উপর সত্যি কথা বলতে পারবে এবং আপনার সৎ সমালোচনা করতে পারবে। এখানে অধিকাংশকেই দেখি, সামনে বলছে 'ইউ লুক সো প্রিটি'...কিন্তু পিছনে গিয়ে বলছে 'বাবা কী খারাপ সেজে এসেছে!' এরকম বন্ধু থাকার চেয়ে নিজের সঙ্গে থাকা ভাল।

প্র তার মানে আপনি বলতে চাইছেন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অধিকাংশ লোকেরাই ফেক?

আসলে এখানে অনেকেই অন্যের মতো হতে চান। অমুকের মতো সাজতে হবে, অমুকের মতো কথা বলতে হবে, অমুকের মতো দেখতে হতে হবে... এইরকম ঝোঁক বেশি থাকে। তখন নিজস্বতা হারিয়ে যায়, অন্যের থার্ড বা ফোর্থ কপি মনে হয় নিজেকে। আমি অন্যের মতো হতে গিয়ে তার মতো হতে তো পারলামই না, উল্টে তার একটা খারাপ নকল হয়ে গেলাম। এই মানসিকতা যাদের, তাদের সঙ্গে আমার তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব নয়। তাই হাতে গুনে যদি দু'জন সৎ বন্ধু থাকে আমি তাতেই খুশি। তারা অন্তত সারাজীবন আমার সঙ্গে থাকবে।

প্র একটা সময়ে আপনি অভিনেত্রী হতে চাইতেন কারণ সুন্দর পোশাক পরতে পারবেন, আপনাকে দেখতে ভাল লাগবে আর আপনাকে লোকে চিনবে…এখন ধারণাটা কতটা ও কীভাবে বদলেছে?

হ্যাঁ, প্রথমদিকে ভাবতাম আমি অভিনয়ে এলে একেবারে হইহই পড়ে যাবে! তবে অভিনয়ে



■ 'অথৈ' ছবির দৃশ্যে অর্ণর সঙ্গে



■ বিয়ের পর শোভনের সঙ্গে

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তাঁর ছবি 'অমরসঙ্গী'। বাস্তব জীবনেও নিজের সঙ্গীকে খুঁজে পেয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন। ইন্ডাস্ট্রিতে স্পষ্টবক্তা হিসেবেই পরিচিতি তাঁর, তাই বন্ধু সংখ্যাও কম। নায়িকা সোহিনী নন, মানুষ **সোহিনী সরকার**-এর সঙ্গে আলাপচারিতায়

আসিফ সালাম

এসে বুঝলাম, বিষয়টা অত সহজ নয়। অভিনয় করতে আলাদা মন, আলাদা মেধা লাগে। তখন অনেক ধারণা বদলে গেল। বুঝলাম, চরিত্র অনুযায়ী মেকআপ করতে হয়। বহু কৃতীদের সাক্ষাৎকার পড়ে ধারণা আরও পাল্টালো।

প্র আপনি তো ছোটবেলায় অনেক কিছু কল্পনা করতেন। এখনেও কি সেই অভ্যাস রয়ে গিয়েছে?

হ্যাঁ, এখনও আছে। ছোটবেলায় গিরীশ কারনাডের একটি ছবি দেখেছিলাম। ওটা দেখে ভাবতাম, আমি যদি গাছ হয়ে যাই। ছোটবেলায় খুব মিথ্যে কথাও বলতাম। একবার বাড়ি থেকে দু' টাকা চুরি করি। তারপর সেটা আলমারির মাথায় রেখে দিই। বাচ্চাদের যেমন বুদ্ধি হয় আর কী! মায়ের চোখের সামনেই রেখে দিয়েছিলাম। মা যখন ধরে ফেলে, আমি মা-কে একটা দারুণ গল্প দিয়েছিলাম। আমি মাঠে খেলতে গিয়ে একটা গর্তের সামনে হোঁচট খেয়ে পড়ি। সেখানে দেখি একটা প্রজাপতি ঘুরছে। আমার মনে হল, নিশ্চয়ই ওখানে কিছু আছে। গর্ত খুঁড়তেই দেখলাম মোহর। এসব শোনার পর প্রচুর মার-ও খেয়েছিলাম! মা আমাকে প্রচুর মারত। মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, ঠোঁট ফাটিয়ে দিয়েছে এরকম বহু হয়েছে। মিথ্যে কথা বলা যে শিল্প, সেই প্রতিভা মা বুঝতে পারেনি! এখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি প্রচুর। ঘুম আমার খুব প্রিয়। মাঝে খাতা পেন নিয়ে শুতাম। একজন বলেছিল, 'যা দেখবি লিখে রাখবি'!

প্র আপনার ছোটবেলা কেটেছে খড়দহে। এখন সেখানে যখন যান, ওখানকার বন্ধুবান্ধব, পরিচিতরা কীভাবে রিঅ্যাক্ট করেন?

যাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি, তার বাইরে নয়। খড়দহের সঙ্গে আমার মিশ্র আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। কিছু স্মৃতি সুন্দর, সেগুলো আমার জন্যই সুন্দর। বাকিটা চারপাশের মানুষের কারণে সুন্দর নয়। সে বিষয়ে কথা বলতে খুব একটা পছন্দ করি না। পুরনো জায়গায় গিয়ে খারাপ স্মৃতি টেনে হিঁচড়ে তোলার প্রয়োজন নেই। কিছু মানুষ নিশ্চয়ই সাহায্য করেছেন, বাকিটা নিজের যোগ্যতায় এ জায়গায় পৌঁছেছি। আমি



খারাপ নকল হয়ে গেলাম: সোহিনী সরকার



ফোটো: বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু

■ সোহিনী সরকার

নিজেকে শেকড় থেকে উপড়ে নিতে চাই না। আবার খারাপ স্মৃতিগুলোর কাছেও ফিরতে চাই না।

প্র পুরনো কোনও কাজ দেখে বিশ্লেষণ করেন? আপনি নিজের কাজের কত বড় সমালোচক?

একটু বেশিই সমালোচনা করি। নিজেকে নিয়ে অত্যন্ত বেশি অবসেসড না হলে, নিজেই বুঝতে পারবেন কাজে কোথায় একটু খারাপ হল। আমিও বুঝতে পারি, চরিত্রটা হয়তো ঠিকমতো তৈরি করতে পারলাম না। কেন পারলাম না, তাও ভাবি। হয়তো আর একটু সিরিয়াসলি কাজ করতে হত। অনেক সময়ে মনে হয়, একজন ট্রেনার থাকলে ভাল হত। এখানে অভিনয় শেখার জন্য সাধারণত ট্রেনারের কাছে যাই না। হয়তো সিনিয়রসহ অভিনেতা বা পরিচালক সাহায্য করেন। একাধিক চরিত্র একসঙ্গে করলে, চরিত্রের গ্রাফ হয়তো নিজে নিজে বোঝা সম্ভব নয়।



■ 'অমরসঙ্গী' ছবির শুটে বিক্রমের সঙ্গে

সেখানে একজন অভিজ্ঞ কেউ থাকলে হয়তো ভাল হত বলে মনে হয়।

প্র সোশ্যাল মিডিয়া ট্রোলিং এখন একটা বড় সমস্যা। সম্প্রতি শহরের বুকে ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে আপনি যখন প্রতিবাদের রাস্তায় নেমেছিলেন, তা নিয়েও আপনাকে ট্রোলড হতে হয়েছে।



■ 'অমরসঙ্গী' ছবির প্রিমিয়ারে সোহিনীর বিশেষ সাজ

আপনি যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন, তাতে সাধারণ মানুষও বোধহয় দেখেছেন, আজ আমি আপনার বিরুদ্ধে কথা বলছি কিন্তু পরে হয়তো আপনার সঙ্গেই হাত মেলাব। তাঁরাও যে কথাটা ভাবছেন, সেটাও হয়তো অনুচিত নয়। কারণ আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনার দায় তো তাঁদের নেই। আমারও চেনানোর দায় নেই। সব কিছুরই সময় আছে। আপনি ঠিক না ভুল, ন্যায্য না অন্যায্য কাজ করছেন, সেটা সময় বলবে। বিদ্যাসাগরের মতো একজন মহান মানুষকেও তো ট্রোল হতে হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া হয়তো ছিল না সে সময়ে। তাঁর বাড়ির সামনে অশ্লীল গান করা হত। আপনি কিছু করলে, কেউই খুব একটা পজ়িটিভলি নেন না। কে কোন কাজকে পজ়িটিভলি নেবে বা নেগেটিভলি নেবে, তা ভেবে তো কাজ করা যায় না। দিনের শেষে নিজের কাজের প্রতি সৎ থাকতে হবে।

প্র) ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে রাজনীতির প্রভাব কি বেশি পড়েছে?

প্রভাব বরাবরই ছিল, কিন্তু বিভেদ বোধহয় এখন বেশি স্পষ্ট হচ্ছে। এখন বোধহয় মানুষের লজ্জা চলে যাচ্ছে। অন্যকে যত ছোট করা যায়, তাহলে বোধহয় আমার চাহিদা বাড়বে, এমন ধারণা বাড়ছে।

প্র) মহিলাদের কাজের সুরক্ষার জন্য কমিটি গঠনের পরিকল্পনা হচ্ছে। এতে কি বদল আসবে?

তা তো সময়ই বলবে। তবে মানুষজন ভাবছেন, এ নিয়ে কথা বলছেন এটাও ভাল। মলায়লম ইন্ডাস্ট্রিতে হেমা কমিশন তৈরি হয়েছে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতেও তা সম্ভব। যতক্ষণ না দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে, ততক্ষণ ঘুরে দাঁড়ানোর কথা ভাবি না। বিপ্লব তো একদিনে আসে না। মানুষকেও ভাবনার দিক থেকে আধুনিক হতে সময় লাগবে।

প্র) ইন্ডাস্ট্রির আপনার কোনও খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে?

শুধু ইন্ডাস্ট্রি কেন? এক্সপ্লয়েটেশন সব জায়গায় আছে। যা স্ট্রাকচার ৫০ বছর আগে ছিল এখনও আছে। ছোটবেলায় কোনও কাকু কোলে বসানোর নাম করে কিছু করেনি? ইন্ডাস্ট্রিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। পিতৃতন্ত্রের বোধ আমাদের ভিতরে আছে যে মহিলাদের নিয়ে এরকম করা যায়। মহিলাদের নিয়ে তাও কথা বলছি, কুইয়্যার মানুষদের কথা তো বলি-ই না।

প্র) কখনও পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক নায়িকা হিসেবে নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

ছোটবেলায় ইচ্ছে করত। এখন তো আর সেই বয়স নেই।

প্র) আমরা বলি, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। বিয়ের পর নিজের কোন গুণ নতুন করে আবিষ্কার করেছেন?

আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না শুধু রমণীর গুণ প্রয়োজন। সংসারে পুরুষের গুণ আরও বেশি থাকা দরকার। আমার গুণের কথা বোধহয় শোভন ভাল বলতে পারবে।

প্র) বিয়ের পর জীবন কতটা বদলেছে?

একসঙ্গে থাকছি। একসঙ্গে থাকা মানে সারা বছর একসঙ্গে থাকা। প্রেম করলে তো সাময়িক একসঙ্গে থাকা হয়। আমি একটু স্বাস্থ্যকর খাবার পছন্দ করি। শোভন ঠিক উলটো। মজাই লাগছে। আগে শুধু আমারই পোশাক থাকত আলমারিতে। এখন ওকেও একটু জায়গা দিতে হয়। শোভন একটু অগোছালো। আমার মা ও শোভনের মা রয়েছেন। দু'জনেই চাপে থাকেন এই বোধহয় ঝগড়া হল (হাসি)! আমি ভেবেছি একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলব, যেখানে দুই মাকে তথ্য দেব। আমি খুবই দাপুটে। শোভন বলে, কে শাশুড়ি, কে বৌমা বুঝতে পারে না। আমি আসছি শুনলেই ও গুছিয়ে রাখে।



7/10

এই রাত তোমার আমার

যন্ত্রণাক্লিষ্ট আবেগময় রাত

পরিচালনা: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়
অভিনয়: অঞ্জন দত্ত, অপর্ণা সেন, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, শ্রুতি দাস

৫০ বছরের দাম্পত্য, চেনা সম্পর্ক, চেনা শরীর এবং চেনা বিছানার অভ্যেসের পরেও কি থেকে যায় কোনও গভীর, গোপন অচেনা বাঁক, যা হঠাৎ করে সেই দাম্পত্যকে নিয়ে দাঁড় করায় নতুন আয়নার সামনে? পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'এই রাত তোমার আমার' দীর্ঘ দাম্পত্যের এই সূক্ষ্ম জায়গাগুলির দিকে নজর দেয়। ক্যান্সার আক্রান্ত জয়িতা (অপর্ণা) জীবনের শেষ দিন গুনছেন। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি বাংলোয় তাঁর যাবতীয় দেখাশোনা করেন স্বামী অমর (অঞ্জন)। ছেলের সঙ্গে বনিবনা হয় না অমরের। কিন্তু সেই প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও, যাবতীয় কষ্ট বুকে চেপে স্ত্রীর সঙ্গে ৫০তম বিবাহবার্ষিকীর রাতটি কাটান তিনি। সেখানে স্ত্রীর সামনে আবার নতুন কিছু প্রশ্নের সামনে দাঁড়ান। করেনও কিছু প্রশ্ন। জীবনের খাত অন্য দিকে বইতে শুরু করে, যার অভিঘাত যতটা না বহিরঙ্গে হয়, অন্তঃস্থলে হয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। আর এই অভিঘাতের মাত্রা দর্শকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কী, পরমব্রত যেভাবে এই বৃদ্ধ দম্পতির সম্পর্কের মাত্রা বুনে ন, তাদের বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, তাতে একাকিত্ব, অভ্যেস, ভালবাসা... এই শব্দগুলো নতুন মানে পায়। ছোট্ট জালে বন্দি ইঁদুরটা প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়। দমবন্ধ করা পরিবেশে, অসম লড়াইয়ে হেরে যাওয়া দুটো মানুষের জীবন মনে হয় ইঁদুরের মতোই। পরমব্রত একটিও অতি নাটকীয় সংলাপ রাখেননি অভিনেতাদের মুখে। অত্যন্ত স্মার্ট, মেদহীন সংলাপ। শুধু দৃশ্যগুলিকে এমনভাবে সাজিয়েছেন, যাতে দর্শক আস্তে আস্তে ঢুকতে পারে চরিত্রদের মধ্যে। সেটি হয়েওছে অপর্ণা সেন এবং অঞ্জন দত্তর অনবদ্য অভিনয়ের কারণে। এত সাবলীল অভিনয়, এমন আবেগময় কেমিস্ট্রি হালে শেষ কোন বাংলা সিনেমায় দেখা গিয়েছে মনে নেই। একে অপরের পরিপূরক হয়ে দেখা দিয়েছেন তাঁরা। তবে ছেলের সঙ্গে বাবার সম্পর্কের গভীরতাটা আর একটু দেখানো যেত, ঠিক যেমনটা আমরা দেখেছি 'সোনার পাহাড়'-এ। কারণ ব্যবসায় ছেলে তো সফল, সেখানে বাবার রাগের কারণ কী? অপর্ণার শারীরিক অবস্থার সঙ্গে চেয়ারে ব্যালেন্স করে দাঁড়ানোটা বেমানান। স্মৃতিভ্রমের অংশটিও যেন খুব তাড়াতাড়ি এল। কিন্তু সেগুলো খুব একটা চোখে লাগে না। কারণ, পরমব্রত অত্যন্ত যত্ন নিয়ে চিত্রনাট্যের প্রতিটি পরত সাজিয়েছেন। জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তগুলো থেকে তৈরি করেছেন কোলাজ... প্রিয় বন্ধুর পাশে, প্রিয় গান শোনার মতোই মধুর সেগুলি। আর শেষে যখন বাবার ফোন যায় ছেলের কাছে, মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। শত কষ্ট সত্ত্বেও বাড়িতে ফিরে আসবে সবাই। অভ্যাসের বশে। ঠিক যেমন ফিরে এল ইঁদুরটা। পরমব্রত পরিচালিত সেরা ছবিগুলির মধ্যে 'এই রাত তোমার আমার' অন্যতম হয়ে থেকে যাবে, সন্দেহ নেই। কারণ এখানে স্তব্ধতা আছে। সেই স্তব্ধতা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে শেষে। বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ায়। প্রিয়জনকে সময় দেওয়ার কথা বলে, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে।

সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই

গুরুত্বপূর্ণ ছবি, কিন্তু

7/10

পরিচালনা: সৃজিত মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ চক্রবর্তী, ঋত্বিক চক্রবর্তী, কৌশিক সেন, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, রাহুল, সুহোত্র, সৌরসেনী,

ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী

'টুয়েলভ অ্যাংরি মেন' থেকে বাসু চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৬ সালে বাসু চট্টোপাধ্যায় বানিয়েছিলেন 'এক রুকা হুয়া ফ্যায়সলা'। সেই ছবির বিষয়বস্তুকেই 'সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই'-তে এনেছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। অবশ্য মূল কাঠামোটা বজায় রেখে, তাকে বিনির্মাণ করেছেন একেবারে নিজের মতো করে। সত্যি বলতে কী, একমাত্র 'পদাতিক' বাদে সৃজিতের শেষ কয়েকটি ছবি সাধারণ মানের হয়েই থেকে গিয়েছিল। এই ছবি খানিকটা হলেও ব্যতিক্রম। সেই পুরনো ছন্দ, আখ্যানে সৃজিতীয় টুইস্টের আভাস পাওয়া গেল। মূল গল্প বহু প্রচলিত। একটি খুনের বিচার করতে বসেন ১২ জন বিচারক। এবং একটি খুনের আসামীর ভাগ্য নতুন করে নির্ধারণ হয় তাঁদের বিচারবুদ্ধি এবং নতুন করে তৈরি যুক্তির উপরে। এখানে সমসময়ের রাজনীতি, মানুষের হীন মানসিকতা, সাম্প্রদায়িক চিন্তা, যৌন হেনস্থা, মতো অন্ধকার দিকগুলিতে আলো ফেলেছেন পরিচালক। ফলে এই গল্পটির মূল বার্তা ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এবং তাতে যোগ্য সঙ্গত করেছেন অভিনেতারা। প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনবদ্য। তবে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় অনবদ্য। শুধু প্রত্যেকের অভিনয়ের জন্য এই ছবি দেখা যায়। এই ছবির আখ্যান অত্যন্ত ধীর গতিতে মনে প্রবেশ করে। ছবিটি দু' ঘণ্টার হলেও, কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘায়িত মনে হয় সম্পাদনার কিছু ফাঁকের জন্য। সব না হলেও, বেশ কিছু চরিত্রের অতীত তুলে ধরেছেন সৃজিত। তাতে কিছু চরিত্রের প্রতি ভালবাসা জন্মায়, সব ক'টির প্রতি নয়। আখ্যান সংলাপ ও ঘটনার পুনরাবৃত্তির ভারে আক্রান্ত হয় মাঝে মাঝে। আবহ সঙ্গীত এতটা উচ্চকিত না হলেও হত। তবে তাও বলা যায়, সৃজিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্য সকলের সামনে রেখেছেন। এই সময়ে পোলারাইজেশন মানুষের সত্তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। সেখানে এই ছবি জরুরি।





অমরসঙ্গী

5/10

জমেও জমল না

পরিচালনা: দিব্য চট্টোপাধ্যায়

অভিনয়: বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, সোহিনী সরকার, কিউ

ভূত আর মানুষের প্রেম... সংক্ষেপে পরিচালক দিব্য চট্টোপাধ্যায়ের এই হরর কমেডি গোত্রের ছবির বিষয়বস্তু এটিই। পরিচালক এর আগে ডার্ক কমেডি জঁরে হিন্দি সিরিজ় লিখেছেন। তার উপর হরর কমেডি গোত্রের ছবি এখন বেশ ভাল ফর্মুলা। সব মিলিয়ে ছবি থেকে খানিক প্রত্যাশা ছিলই। তবে পুরোপুরি সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারল না 'অমরসঙ্গী'। সোহিনী সরকার ও বিক্রম চট্টোপাধ্যায় এই প্রথম জুটিতে কাজ করলেন। তাঁদের সমীকরণ বেশ ভাল লেগেছে। অনুরাগ (বিক্রম) ও জয়ীর (সোহিনী) ছোটবেলার প্রেম। বড় হয়ে বিয়ে অবধি গড়ায় সম্পর্ক। কিন্তু হঠাৎই হার্ট অ্যাটাকে মারা যায় জয়ী। কিন্তু প্রেম কি আর এত সহজে ভুলে থাকা যায়? অতএব ভূত আর মানুষের প্রেম জমে ওঠে। অনুরাগ দেখতে পায় জয়ীকে, কিন্তু ছুঁলেই তো সে একরাশ বাতাস! অনুরাগ ভূত নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকে। ভূত বিশেষজ্ঞ হিসেবে ছবিতে রয়েছেন কিউ। কিন্তু সবার অগোচরে এমন তুমুল প্রেমের পরিণতি কী? ছবিতে সেই উত্তর পাবেন। অভিনয় সোহিনী দুর্দান্ত। যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন বিক্রম। সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রে শ্রীমা ভট্টাচার্য, অনিরুদ্ধ গুপ্ত মানানসই। ক্যামিও চরিত্রে মধুমিতা, অঙ্কুশ, অঙ্গনা, তথাগত, বিবৃতি-সহ একঝাঁক অভিনেতা রয়েছেন। ছবির গানও মন্দ নয়। তবে চিত্রনাট্যে আর একটু বাঁধুনি আশা করেছিলাম। ছবি ভয় আর মজার যে ভারসাম্য, তা অনেকসময় খুব একটা জমেনি।

স্কাই ফোর্স

একটি সৎ প্রচেষ্টা

পরিচালনা: সন্দীপ কেউলানি, অভিষেক অনিল কপর

অভিনয়: অক্ষয়কুমার, বীর পাহাড়িয়া, নিমরত কওর, সারা আলি খান

6/10

যুদ্ধের ক্ষেত্রে এরিয়াল বা আকাশের যুদ্ধর কথা উঠলে ১৯৬৫-র ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের এরিয়াল ফাইটের প্রসঙ্গ এড়ানো মুশকিল। ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের মিস্টেয়ার এবং পাকিস্তার এয়ারফোর্সের স্টারফাইটারের মধ্যে যে বিমানযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে কোথাও একটা হারিয়ে গিয়েছিল স্কোয়াড্রন লিডার অজমন্দ দেবাইয়ার অবদান। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে তাঁর টিম লিডার ও পি তানেজার লেগে থাকার ফলস্বরূপ একসময় ভারত সরকার দেবাইয়াকে মহাবীর চক্র সম্মান দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান যখন ভারতের পাঠানকোট এবং হালওয়ারা এয়ারবেসে আক্রমণ করে, তার উত্তরে পাকিস্তানের সরগোধায় আক্রমণ করে ভারতীয় বায়ুসেনা। বিষয়বস্তু দেবাইয়াকে কেন্দ্র করে হওয়া উচিত ছিল, তবে ফিল্মের ফোকাস এখানে ও পি তানেজার উপর, যে ভূমিকায় রয়েছেন অক্ষয়কুমার। দেবাইয়ার ভূমিকায় নবাগত বীর পাহাড়িয়া তার মধ্যেও খুব ভাল অভিনয় করেছেন। অক্ষয়কুমার বরাবরই এই ধরনের চরিত্রে

খুব সাবলীল। তাঁর জীবনের নিয়মানুবর্তিতা এক বায়ুসৈন্যের চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। অন্যদিকে মহিলা চরিত্রদের তেমন কিছুই করার নেই। দেবাইয়ার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর চরিত্রে সারা আলি খানের উপস্থিতি সামান্য। তিনটি মাত্র দৃশ্য বরং নিমরত কওর নিজের অভিনয়ের ভাল প্রদর্শন করেছেন। এরিয়াল ড্রামার সীমাবদ্ধতাও কম নয়। যেহেতু যুদ্ধ বা এয়ারস্ট্রাইকের দৃশ্যে অভিনেতারা প্লেনের সিটেই সীমাবদ্ধ, ফলে সেই দৃশ্যে অভিনেতাদের অভিব্যক্তিও একটি পরিসরেই আটকে থাকে। কম্পিউটার দ্বারা পরিচালিত কিছু যুদ্ধের দৃশ্য ভাল লাগে। কিন্তু পরের দিকে সেই দৃশ্যগুলিই একঘেয়ে মনে হয়। লম্বা সময় এরিয়াল ফাইট, ভিএফএক্সের পিছনে দিতে গিয়ে যুদ্ধের অন্যান্য দিকগুলি অবহেলা করেছেন পরিচালকদ্বয়। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, বর্তমানে পাকিস্তানকে একমাত্র শত্রু বানিয়ে যেভাবে একটি ক্যাম্পেন চালানো হচ্ছে, তার জায়গায় 'স্কাই ফোর্স' অনেকটাই টেকনিক্যাল এবং সৎ। কিছু কিছু জায়গায় একঘেয়েমি এলেও ছবিটি একটি সৎ প্রচেষ্টা।





ইমার্জেন্সি

2/10

কান্না পায়

অভিনয়: অনুপম খের, বিশাখ নায়ার, শ্রেয়স তলপড়ে

ছবির ফার্স্ট লুক দেখে বেশ আগ্রহ জন্মেছিল। মনে হয়েছিল অস্থির সময়ে বোধহয় একটি ঠিকঠাক বায়োপিক দেখতে পাওয়া যাবে। শাসক দলের প্রোপাগান্ডামার্কা ছবির জায়গায় দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর জীবন দেখতে পাব। কিন্তু ছবি দেখার পর একটাই মন্তব্য করতে ইচ্ছে করছে... ছবির পরিচালক ও নির্মাতারা দায়িত্ব নিয়ে বুঝিয়েছেন কেন বায়োপিক তৈরি করা উচিত নয়! সত্যি ঘটনা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন, পরিচালক ও নায়িকার কল্পনার মিশেলে তৈরি এক বায়োপিক, তা-ও আবার ইন্দিরা গান্ধীর মতো ব্যক্তিত্বের... এই ছবি দেখে তা বিশ্বাস করতে হয়। তবুও ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম জীবনকে খানিকটা যত্ন নিয়ে পর্দায় দেখানো হয়েছে। তবে ছবির বাকি অংশ, ইমার্জেন্সি ও রাজনৈতিক-সামাজিক প্রভাব থেকে শুরু করে জয়প্রকাশ নারায়ণ (অনুপম খের), অটলবিহারী বাজপেয়ী (শ্রেয়স তলপড়ে), ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ-র চরিত্রদের উপস্থাপনা সাংঘাতিক ড্রামায় পরিপূর্ণ! অনেক জায়গায় ইতিহাস অনুপস্থিত। অতএব, ইতিহাসমনস্কতা নিয়ে এ ছবি দেখতে এলে মুশকিল। ছবিটি মূলত দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটিতে ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতার লোভ ও ছেলে সঞ্জয় গান্ধীর (বিশাখ নায়ার) প্রতি তাঁর দুর্বলতা দেখানো হয়েছে। অন্যটিতে ১৯৭৭-এর পর তাঁর প্রত্যাবর্তনের গল্প। প্রশ্ন হল, দু'টি বই ও তিনজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া সত্ত্বেও কতটা ক্রিয়েটিভ লিবার্টি বায়োপিক তৈরির ক্ষেত্রে থাকা প্রয়োজন? ইন্দিরা গান্ধীর মতো ব্যক্তিত্বের চারিত্রিক দৃঢ়তার ছিটেফোঁটাও নেই ছবিতে। বরং, তিনি এখানে নায়িকাসুলভ এবং ভিলেনও! বাকি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্রগুলিকেও ক্যারিকেচার মনে হয় মাঝে মাঝে। ছবির একটি মাত্র ভাল দৃশ্য হল ওপেনিং সিন, যেখানে তরুণ ইন্দিরা একটি গোলাপ ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবার রাজনৈতিক উত্তরসুরির জন্য বাকি পথ যে কাঁটায় বিছানো হতে চলেছে, তার খানিক আন্দাজ পাওয়া যায়। কিন্তু ওটুকুই! আরও কষ্টকর, সিরিয়াস চরিত্ররা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মাঝে মাঝেই গাইতে শুরু করে দিচ্ছেন।

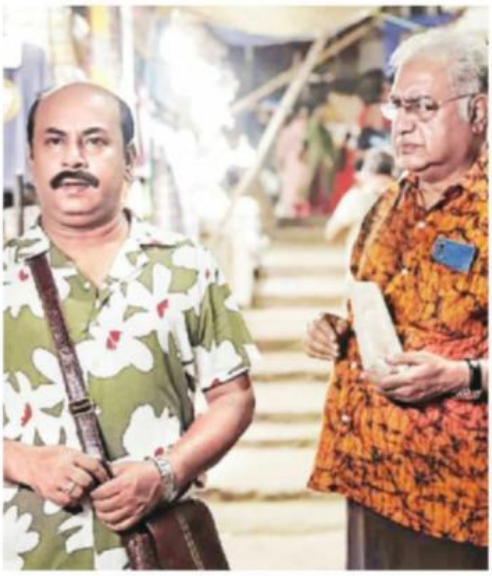
পুরো পুরী একেন

অভিনয়ে মন ভরে

6/10

পরিচালনা: জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
অভিনয়: অনির্বাণ চক্রবর্তী, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, সোমক ঘোষ, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, রাজনন্দিনী পাল,

অষ্টম সিজনে পা রাখলেন একেন্দ্র সেন। অ্যাডভেঞ্চার আর রহস্য এবারেও মিলেমিশে একাকার। একেনের এবারের ঠিকানা পুরী। সঙ্গী বাপ্পাদিত্য। একেনের সব ভুল হাসি মুখে যিনি ধরিয়ে দেন। একেনের নির্দেশে যে কোনও কাজ করতেই যিনি প্রস্তুত। আর এক সঙ্গী প্রমথ, তাঁর দেখা মেলে কিছুটা পরে। তিনি অবশ্য একেনের এই ভুলগুলো একেবারেই মেনে নিতে পারেন না। এবারে অবশ্য ভ্রমণের উদ্দেশেই পুরী যাচ্ছিলেন গোয়েন্দাবাবু। কিন্তু কে আর জানত সেখানে তাঁর মামা বসে আছেন নতুন রহস্য সমাধানের অপেক্ষায়। শুরু থেকেই সরভাজা আর পুরীর খাজার সন্ধানে ছিলেন খাদ্যপ্রেমী গোয়েন্দা। এরপর অবশ্য খুনির সন্ধানেও মন দেন। ওড়িশার কথাকলি নৃত্যশিল্পী পারমিতা ক্রমাগত প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে মৃত্যু হয় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অনুরাধার। তিনি নৃত্যশিল্পী। পরে জানা যায়, অনুরাধাই আসলে পারমিতাকে ফোন করে ভয় দেখাত। এরপর ঘটতে থাকে একের পর এক মৃত্যু। একেনবাবু প্রতিবারের মতোই ভ্রমণ আর খাওয়ার মাঝে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান খুনি কে, সেটা বের করার। অষ্টমবারে একেনের চরিত্রে অনির্বাণ চক্রবর্তী আরও অনেক পরিপূর্ণ এবং পরিণত। ভাল লাগে একেনের মুখে ভুল ওড়িয়া শব্দ শুনতে। তবে গল্প বা রহস্য যেটাই বলা হোক না কেন, তা বড়ই চেনা ছন্দের। গল্পের গভীরতাও বেশ কম। আগে থেকেই বুঝে যাওয়া সম্ভব কে বা কারা খুনি। সুহোত্র এবং সোমক দু'জনেই তাঁদের চরিত্রে যথেষ্ট সাবলীল। বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর অভিনয়ও বেশ প্রশংসাযোগ্য। মামে-ভাগ্নে অর্থাৎ অনির্বাণ এবং বিশ্বজিতের কথোপকথন বেশ মজার লাগবে দেখতে। কিন্তু কিছু বিশেষ জায়গায় অহেতুক মজার সংলাপ কিংবা মজার দৃশ্য ঢুকিয়ে তা অতিরঞ্জিত করার প্রয়োজন ছিল না। সবশেষে প্রশংসাযোগ্য ক্যামেরার কাজ। ওড়িশার গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রগুলি তুলে ধরা হয়েছে সিরিজে। তাই পুরীর অপরূপ দৃশ্য ওটিটিতে দেখার এ এক বড় সুযোগ।





দ্য রোশনস

অতিরিক্ত মিষ্টি

5/10

পরিচালনা: শশী রঞ্জন
অভিনয়: রাকেশ রোশন, হৃতিক রোশন, রাজেশ রোশন প্রমুখ

'দ্য রোশনস' সিরিজটি রোশন পরিবারের তিন প্রজন্মের ৬০ বছরের কেরিয়ার এবং হিন্দি সিনেমায় তাঁদের অবদানের তথ্যচিত্র। সিরিজের শুরুর দৃশ্য ঠাকুরদার গান টেপ রেকর্ডারে শুনতে শুনতে হৃতিক রোশন বলেন, 'কীভাবে রোশন নাগরথ থেকে পরিবারের পদবি রোশন হয়ে গেল, তা নিয়ে খুব মজার গল্প আছে।' কিন্তু সিরিজ শেষ হওয়া অবধি সেই 'মজার গল্প'টি আমরা জানতে পারি না। এরকমই অনেক প্রশ্ন সিরিজটি দেখতে দেখতে মাথায় আসবে। খুব অদ্ভুতভাবে ক্যামিও চরিত্রেরা আসেন এই ডকু-সিরিজে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে রোশনদের যে আসল সম্পর্ক, তা এড়িয়ে যান। যেমন, আশা করা যায় সাংবাদিক-পরিচালক খালিদ মহম্মদ সিরিজে স্থান পেয়েছেন হৃতিক রোশন অভিনীত 'ফিজ়া' ছবির পরিচালক হিসেবে, সঞ্জয় লীলা ভনসালী 'গুজ়ারিশ'-এর পরিচালক হিসেবে। কিন্তু তাঁরা সেই ছবিগুলোর গল্প বলেন না! বরং 'রোশন'-দের অন্য চরিত্রদের নিয়ে কথা বলেন। আমিশা পটেল, প্রিয়ঙ্কা চোপড়া, প্রীতি জ়িন্টারা চোখের নিমেষে উধাও হয়ে যান। হৃতিকের সহ-অভিনেতা হওয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁদের মুখে শোনা যায় না! পরিবারের এবং বন্ধুদের 'মিষ্টি' এবং মধুর স্মৃতির হালখাতা হয়ে যায় 'দ্য রোশনস'। প্রথম পর্বটি সঙ্গীত পরিচালক রোশনকে নিয়ে এবং সেটিই সিরিজে সবচেয়ে সৎ অংশ। এক-একটি এপিসোড, এক একজন রোশনকে নিয়ে এগোলেও সেখানে বিনোদনমূলক তথ্য এবং বিনোদন খুবই ভাসা-ভাসা। হৃতিকের জীবনে যে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ একটি বড় জায়গা জুড়ে, সেই সব বিতর্কিত অংশ এড়িয়ে যায় সিরিজটি। কে বা কারা রাকেশ রোশনকে গুলি করেছিল, সে প্রসঙ্গও চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। কিছু-কিছু দৃশ্যের আবার নাট্যরূপান্তর করা হয়েছে, যা মোটেই মানানসই হয়নি। এটি শেষমেশ একটি শুভ মুহূর্তের কোলাজ হয়ে দাঁড়ায়, যা তথ্যচিত্রের অভিসন্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

ANANDALOK 12 FEBRUARY 2025 REGISTERED KOL RMS/239/2022-2024, RNI NO.27039/74 INR 35.00

